CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-99 ■ 8 January, 2026 ■ আগরতলা ৮ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৩ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আমন্ত্রণ পত্র

মহাশয়/মহাশয়া

আগামী **৯** জানুয়ারী, **২০২৬,** শুক্রবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় আগরতলা পুর নিগম আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী (৯-১১ জানুয়ারী) **স্বদেশী মেলা** স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে।

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ঃ

প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা।

সম্মানিত অতিথি:

শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য্য: মাননীয় সাংসদ, রাজ্যসভা।
শ্রী দীপক মজুমদার: মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুর নিগম এবং বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।
শ্রী রতন চক্রবর্তী: মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।
শ্রীমতি মীনা রানী সরকার: মাননীয়া বিধায়িকা, ত্রিপুরা বিধানসভা।
শ্রীমতি মনিকা দাস (দত্ত): মাননীয়া ডেপুটি মেয়র, আগরতলা পুরনিগম।
শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী: ভাইস চেয়ারম্যান, রাজ্যভিত্তিক, সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি।

বিশেষ অতিথি:

শ্রী কিরন গিত্যে, IAS: মাননীয় সচিব,পূর্ত্ত,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
ডা: বিশাল কুমার, IAS: জেলাশাসক ও সমাহর্তা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

আপনাদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান নন্দিত হয়ে উঠুক।

স্বদেশী মেলা-২০২৬

ডি. কে. চাকমা
মিউনিসিপাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 08-01-2026, 00:10

জাগরণ আগরতলা, ৮ জানুয়ারি,২০২৬ইং
২৩ পৌষ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অনুপ্রবেশ নিয়া সতর্ক কেন্দ্র

বাংলাদেশের লাগোয়া সীমান্ত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও বিহার রাজ্য প্রশাসনকে অবৈধ অনুপ্রবেশ জনিত সদস্যা নিয়া সতর্ক থাকিবার পরামর্শ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। অনুপ্রবেশ সমস্যার ফলে সীমান্ত রাজ্যগুলির ও সীমান্ত জেলাগুলির জনসংখ্যা চিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে করিতেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকরা, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই বির শীর্ষ কর্তারা আশংকা ব্যক্তি করিয়াছেন যে, নির্বাচন রাজনীতির লক্ষ্যে এই অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকে কার্যত রাজনৈতিক সমর্থন শুরু হইয়াছে। যাহা দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা হইয়া উঠিতে পারে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কর্তাদের তথ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ, অসমের মত রাজ্যে আল কায়দা, আই এসের মত আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন গোপন আস্তানা গড়িয়া তুলিয়াছে। আই বির মতে বাংলাদেশের চরমপন্থী মুসলিম সংগঠন জে এম বি, নব্য জে এম বি, আনসার উল্লাহ বাংলা টিম প্রভৃতিরা অসম, পশ্চিমবঙ্গের মত স্পর্শকাতর সীমান্তে স্তরের শাসকদলের একাংশ দেশের নিরাপত্তায় চ্যালেঞ্জ করা এই চরমপন্থীদের নানাবাবে মদত দিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ, অসমে রোহিঙ্গাদের একাংশও অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালাইতেছে। স্বাভাবিক ভাবে বেআইনি বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলির জনসংখ্যা চিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়া যাইতেছে বলিয়াই আশঙ্কা হিন্দুত্ববাদী শিবিরের নেতাদের।

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের সীমান্তে জনবিন্যাসের পরিবর্তন এবং অনুপ্রবেশ নিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলোতে জনসংখ্যার ভারসাম্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে, সে বিষয়ে রাজ্যগুলোকে সতর্ক থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিএসএফ এর রিপোর্টে উঠিয়া আসিয়াছে যে, সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলোতে নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়াছে। কেন্দ্রের মতেএটি শুধুমাত্র একটি সামাজিক পরিবর্তন নয়, বরং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বড় ঝুঁকি।অনুপ্রবেশের ফলে স্থানীয় সংস্কৃতি ও সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি হইতেছে।সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে মৌলবাদী চিন্তাধারার প্রসার ঘটিবার আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে।এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় গত কয়েক বছরে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও অসমের মতো রাজ্যগুলোতে বিএসএফ-এর কাজের পরিধি সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়াইয়া ৫০ কিলোমিটার করিয়াছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অনুপ্রবেশকারীদের ধরা সহজ করা। পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক ভাঙিয়া দেওয়া।স্থানীয় পুলিশকে সহায়তার মাধ্যমে জনবিন্যাসের পরিবর্তন নজরদারি করা।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সীমান্ত রাজ্যগুলোকে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর-পূর্ব ভারত বেশ কিছু নির্দেশ দিয়াছে। আধার ও ভোটার কার্ড যাচাই। ভুয়া নথির মাধ্যমে যাহারা নাগরিকত্ব পাওয়ার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের চিহ্নিত করা।সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলোতে বাইরের লোকের আনাগোনা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে জনসংখ্যার হঠাৎ পরিবর্তনের তথ্য সংগ্রহ করা।এই বিষয়টি নিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রায়ই সংঘাত দেখা যায়।অনুপ্রবেশ রুখিতে রাজ্য পুলিশের আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব মূলত বিএসএফ-এর। অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যগুলো এই জনবিন্যাসের পরিবর্তনের দাবিকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়াও মনে করে।কেন্দ্র মনে করে যে, অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশ দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই ডিজিটাল ডাটাবেস এবং সীমান্ত নজরদারি আরও জোরদার করিবার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

অদম্য সাহসের প্রতীক ইলা মিত্র

সংগ্রামী ইলা মিত্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ২০২৫ সালের ৮ নভেম্বর ডেইলি স্টার 'শতবর্ষে স্মরণ: ইলা মিত্র ও তেভাগা আন্দোলন' শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান। ইলা মিত্রের সঙ্গে মতিউর রহমানের পরিচয় ছিল। অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। কথা বলেছেন নানা বিষয় নিয়ে। বক্তৃতায় তিনি সেই ব্যক্তিগত স্মৃতি ও আলাপচারিতার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি ইলা মিত্রের জীবন, রাজনীতি, তেভাগা আন্দোলন নিয়ে নানা তথ্য দিয়ে জীজজজছেন। পাঠকদের জন্য বক্তৃতাটি প্রকাশ করা হলো। ***মতিউর রহমান***

আমার যত দূর মনে পড়ে, তখন ছিল ১৯৫৮ সাল, আমরা বংশালে থাকি। আমি তখন কিশোর। আমাদের বাড়ির পরিবেশ বামপন্থী রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাই বাম ধারার কিছু বই---ম্যাগাজিন কেনা হতো। এর মধ্যে একটি বই ছিল 'জেলখানার চিঠি'। এখনো মনে পড়ে বইটির দুইরঙা সেই প্রচ্ছদ ও হালকা রঙের ছবি। প্রচ্ছদপট ছিলখাঁচা থেকে বেরিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে। কবিতাগুলো পড়েছিলাম সেই কৈশোরে। প্রথম কবিতাটি ছিল ব্রিটিশ গায়ানার কবি ও রাজনৈতিক কর্মী মার্টিন কার্টারের (১৯২৭---১৯৯৭)। কবিতাটির কয়েকটি লাইন ছিল এমন:

'ওরা শুধু আমার
এইটুকুই করেছে
জেলে পুরেছে,
লুকিয়ে ফেলেছে,
সূর্য থেকে, পৃথিবী থেকে
বিচ্ছিন্ন করেছে,
আকাশকে অন্ধকার,
বাতাসকে বিষময়
আর আমার নিঃশ্বাসকে
রুদ্ধ করে দিয়েছে
এই আশায় যে,
আমি মরে যাব।
কিন্তু হায়
আমি হাসি
ওদের আয়োজনে
হাসিকারণ, আমি জানি
ওরা আমাকে মেরে
ফেলতে পারে না,
না পারে স্তব্ধ করে দিতে
আমার চিন্তাকে
না পারে মুছে ফেলতে
আমার লেখনকে
আমি মানুষ
আমি আছি মানুষেরই
মাঝখানে।'

কবিতার বইটি আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনেক খুঁজে বইটির মলাটবিহীন একটি কপি পাওয়া গেল প্রথম আলোর লাইব্রেরিতে। এ বইয়ের আরও দুটি কবিতার কথা মনে পড়ে একটি সেই সময় জেলে বন্দী তুর্কি কবি নাজিম হিকমতকে নিয়ে লেখা মার্কিন লেখক হাওয়ার্ড ফাস্টের কবিতা, অন্যটি 'স্পার্টাকাস' উপন্যাসের লেখক জেলবন্দী সেই হাওয়ার্ড ফাস্টকে নিয়ে পাবলো নেরুদার লেখা। পরে ষাটের দশকে আমি হাওয়ার্ড ফাস্টের নাটক---উপন্যাস পড়েছিলাম।

ছয়টি কবিতা নিয়ে 'জেলখানার চিঠি' বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৪। ১৯৫৫ সালে কলকাতার শ্যামচরণ দে স্ট্রিটের নবভারতী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক সুনীল দাশগুপ্ত। পাকিস্তানে বইটির প্রাপ্তিস্থান ছিল বইঘর, ফিরিঙ্গি বাজার রোড, চট্টগ্রাম। দাম এক টাকা আট আনা। বইটির অনুবাদক ছিলেন আমাদের আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কমরেড ইলা মিত্র।

আমরা জানি, ১৯৫৪ সালে বন্দী অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখান থেকে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে কলকাতা চলে যান। এই বই বের হয় ১৯৫৫ সালে। 'হিরোশিমার মেয়ে' সহ মোট সাতটি বই অনুবাদ করেছেন ইলা মিত্র।

ইলা মিত্র, আমাদের ইলাদি মারা গেছেন ২০০২ সালে। তাঁর বাড়ি যশোরে হলেও বাবার চাকরির সুবাদে কলকাতায় থেকেছেন। বেথুন স্কুল আর কলেজে পড়েছেন। বিএ পাস করেন সেখান থেকে। অনেক বছর পরে ১৯৫৭ সালে কলকাতায় প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় এমএ পাস করেছেন। তাঁর স্বামী রমেন মিত্র মারা যান ২০০৫ সালে। ১৯৪৫ সালে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। কী আশ্চর্য, একমাত্র সন্তানের জন্মের জন্য ১৯৪৮ সালের মার্চে গোপনে কলকাতায় এসেছিলেন ইলা মিত্র! জন্মের ১৬ দিন পর থেকে তিনি তাঁর সন্তানকে সেভাবে দেখার সুযোগ পাননি। পরে সেই সন্তানকে ইলা মিত্রের শাশুড়ি রামচণ্ডপুর গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে মাঝেমধ্যে গোপনে গিয়ে ছেলেকে দেখে আসতেন তিনি। ১৯৫৪ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন কলকাতায় ফিরে যান, তখন তাঁর একমাত্র সন্তানকে আবারও বুকে ফিরে পান।

ইলা মিত্রের পুত্রের নাম রণেন মিত্র। ডাকনাম মোহন। মোহন বিয়ে করেছে কবি রাম বসুর (১৯২৫---২০০৭) মেয়ে সুকন্যা মিত্রকে। রাম বসু ছিলেন বামপন্থী প্রগতিশীল কবি। রণেন আর সুকন্যার একমাত্র সন্তান ঋতেন মিত্র। নব্বইয়ের দশকে যখন আমরা কলকাতায় তাঁদের বাড়িতে গিয়েছি, তখন ঋতেনকে দেখতাম রমেন মিত্রর কোলে বসে আছে। রমেনদা তাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা। ভুল না হলে, ২০১০ সালে আমি ঋতেনের বিয়েতে কলকাতা গিয়েছিলাম। বাংলাদেশ থেকে অনেককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। একমাত্র আমিই উপস্থিত ছিলাম ওই বিয়েতে। সর্বশেষ জানলাম, সেই ঋতেন মিত্র (রমেন মিত্র আর ইলা মিত্রের পৌত্র) যুক্তরাষ্ট্রে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর স্ত্রী নীহারিকা মিত্র সেখানেই থাকে এখন। এটা জানার পর থেকে ইলা মিত্রের সন্তান মোহনকে বারবার ফোন করি। ফোন ধরে না। শুনেছি সে অসুস্থ। তার স্ত্রী সুকন্যাও অসুস্থ। তাহলে তাঁদের পরিবারে আর কেউ থাকবে না? এই জীবন কেমন!

ইলা মিত্র কৈশোর বয়স থেকে ক্রীড়া মাঠে সক্রিয় ছিলেন। তিনি মূলত অ্যাথলেটিকসে নৈপুণ্য দেখালেও সাঁতারসহ অন্যান্য খেলাতেও সমান পারদর্শী ছিলেন। 'দেশ' পত্রিকা থেকে আমরা জানতে পারি, ১৯৪০ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে অংশ নিতে ভারতের পক্ষ থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাঁর আর যাওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত সেই অলিম্পিকই অনুষ্ঠিত হয়নি।

আমাদের দুজনের মধ্যে প্রথমে মালেকার সঙ্গে ইলা মিত্রের পরিচয় হয়েছিল, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়, কলকাতায়। আমার সঙ্গে পরিচয় ১৯৭২ সালে, কলকাতায়। তবে রমেন মিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল একাত্তরে আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের ক্যাম্পে। তারপরে কলকাতায়। মালেকার সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে রমেনদা বলতেন, 'এই মালেকা, তুই তো হলি ছিঁড়া---মতি।' মানে শ্রীমতী মালেকা মতি থেকে বিচ্ছিন্ন, তুই ছিঁড়া---মতি। তারপর বাহাত্তর সালে প্রথম কলকাতা গেলে রমেনদা আর ইলাদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তারপর পুনরায় আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় ১৯৮৬ সালে। পরিচয় গভীর হতে থাকে। ১৯৮৬ সাল থেকে নব্বইয়ের দশকের শেষ পর্যন্ত বহুবার আমাদের দেখা হয়েছে। কত আলোচনা, কত গল্প হয়েছে অতীত নিয়ে! তিনি আমাকে কতজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন! তবে আমি ইলাদিকে একটু ভয় পেতাম। সহজ হতে পারতাম না। সেই তুলনায় রমেন মিত্রের প্রতি আমার আকর্ষণ বেশি ছিল। অতীতে রাজনীতি, আন্দোলন, দেশ---বিদেশের অভিজ্ঞতা, নানা মানুষ---ব্যক্তি, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবিদের নিয়ে তিনি অনেক কথা বলতেন। দুটি বই তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। বলা যায়, আমি তাঁর কাছ থেকে চেয়েই নিয়েছিলাম ফরাসি দুই কবি পল এলুয়ার ও লুই অরাগঁর নির্বাচিত কবিতার বই। ইলাদি কবি অরুণ মিত্র ও গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডের কয়েকজন বন্দি কমরেডের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছিল ইলাদির সাহায্যে।

ইলা মিত্রের এক ভাই নৃপেন সেন ডাক্তার ছিলেন। আমার আগ্রহের কথা শুনে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রখ্যাত লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গের চার খণ্ডে আত্মজীবনী মেন, ইয়ারস, লাইফ---এর প্রথম দুই খণ্ড আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে তাঁদের সিআইটি রোডের বাসাটা হয়ে উঠেছিল আমাদের কলকাতায় প্রধান আকর্ষণ। তখন আরেকটি আকর্ষণ ছিল ইলাদির বাসার খুব কাছের লেনিন স্কুল। সেই স্কুলের প্রায় পরিত্যক্ত একটি ঘরে থাকতেন রণেশ দাশগুপ্ত। তিনি আমার জীবনের বড় এক শিক্ষক। সেই ১৯৬৩ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমৃত্যু কত কিছু যে তিনি আমাকে শুনিয়েছেন, শিখিয়েছেন। কলকাতার সেই দুই জায়গার প্রতি ছিল আমার বিশেষ আগ্রহ। মনে পড়ে, ১৯৯৯ সালে রণেশদার মরদেহ নিয়ে ইলা মিত্র শেষবারের মতো ঢাকায় এসেছিলেন। সেবারই শেষ দেখা ইলাদির সঙ্গে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ইলাদি এসেছিলেন চার---পাঁচবার, কিন্তু রমেন মিত্র একবারও আসেননি। ১৯৭২ সালে ইলাদি প্রথম এসেছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে। দ্বিতীয়বার আসেন ১৯৭৪ সালে শিক্ষকদের সম্মেলনে অংশ নিতে। সেই দুবারই তিনি বিশেষভাবে দেখা করেছিলেন ডাক্তার কে এস আলমের সঙ্গে। ১৯৫৪ সালে প্যারোলে মুক্তির পর ইলা মিত্রকে তিনি ঢাকা থেকে বিমানযোগে কলকাতায় নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছিলেন। দুবারই তিনি দেখা করেছিলেন একসময় তাঁর সঙ্গে জেলে থাকা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। ১৯৯৬ সালেও তিনি এসেছিলেন নাচোল বিদ্রোহের ৫০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে। ১৯৪৬ সালে কলকাতার পর নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হলে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ১২---১৪ জন কমিউনিস্ট নারী কর্মীর সঙ্গে ইলা মিত্র চলে যান নোয়াখালীর হাসনাবাদে, সেখানে তিনি ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

দুই.

ইলা মিত্র বিয়ের আগে ইলা সেন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তখন রাজনীতিতে সক্রিয়। ছাত্র ফেডারেশন ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ করছেন। ১৯৪৩ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে বিয়ের পর চাঁপাইনবাবগঞ্জের রামচন্দ্রপুরের অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান কমিউনিস্ট কর্মী রমেন মিত্রের সঙ্গে গ্রামে চলে যান। ১৯৪৬ সালে কলকাতার পর নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হলে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ১২---১৪ জন কমিউনিস্ট নারী কর্মীর সঙ্গে ইলা মিত্র চলে যান নোয়াখালীর হাসনাবাদে, সেখানে তিনি ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছিলেন। নোয়াখালীতে ৯ মাস তাঁরা ছিলেন। ইলা মিত্র ছাড়াও সেখানে বিশিষ্ট মহিলা নেত্রী মনোরমা বসু, লীলা নাগ, আশালতা সেনসহ আরও অনেকেই ছিলেন। রামচন্দ্রপুরে ইলা মিত্রের জীবন সহজ ছিল না। শুরুতে পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে বাড়ির ভেতরে তাঁকে প্রায় বন্দি অবস্থায় থাকতে হয়েছে। ধীরে ধীরে সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বুঝতে শুরু করেছিলেন যে তাঁকে রমেন মিত্রের যোগ্য সহকর্মী হয়ে উঠতে হবে। ছোট স্কুল করে বাচ্চাদের পড়ানো শুরু করেন। তারপর সাঁওতাল ও অন্যান্য কৃষকের মধ্যে কাজ শুরু করেন।'শতবর্ষে স্মরণ: ইলা মিত্র ও তেভাগা আন্দোলন' শীর্ষক আয়োজনে বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন দীপু মালাকার এভাবেই ধীরে ধীরে অন্দরমহল থেকে বের হয়ে ইলা মিত্র সাধারণ কৃষকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন। পাশে ছিলেন রমেন মিত্রকৃষক সমিতির সম্পাদক, নেতা। ওই অঞ্চলজুড়ে বহু আগে থেকেই সাঁওতাল কৃষকদের আন্দোলন চলছিল এবং তারও ১০০ বছর আগে থেকে ওই অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা জানা যায়। সেসব থেকেও ইলা মিত্র শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত দুই রাষ্ট্র হয়ে গেলেও রমেন মিত্র ও ইলা মিত্র এ দেশেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্দোলন---সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্যই তাঁরা পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে রামচন্দ্রপুরে এক বড় সমাবেশ হয়েছিল, সেখানে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন রমেন মিত্র।

তিন.

পাকিস্তান হওয়ার পরও কৃষকসমাজের অধিকারের লড়াই থামেনি। নানা শ্রেণি---পেশার মানুষও তাদের বিভিন্ন দাবিতে লড়াইয়ে যুক্ত ছিল। পাকিস্তানের শুরুতে কমিউনিস্টদের সিদ্ধান্ত ছিল নবীন রাষ্ট্রে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতিতে চলবে। সরকার মেহনতি মানুষের সপক্ষে যে পদক্ষেপ নেবে, কমিউনিস্টরা সেগুলোতে সহায়তা করবে।

ঢাকায় ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যে বড় সমাবেশ হয়েছিল, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে বক্তৃতা করেছিলেন কংগ্রেস নেত্রী লীলা নাগ আর কমিউনিস্ট নেতা নেপাল নাগ। ১৯৪৭ সালের শেষে কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকদের জঙ্গি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। নতুন সরকারকে একটা সুযোগ দেওয়া দরকার মনে করেছিল তখনকার কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব। সে সময় একটা পুস্তিকা বের করা হয়েছিল 'সুখী পাকিস্তান গড়ে তুলুন'। কিন্তু তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আক্রমণের নীতি অব্যাহত রাখে। বহু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিলেও কমিউনিস্ট বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়নি।

'শতবর্ষে স্মরণ: ইলা মিত্র ও তেভাগা আন্দোলন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে (বাঁ থেকে) মতিউর রহমান, হাসনাত কাইয়ুম, আনু মুহাম্মদ, সামিনা লুৎফা ও ফওজিয়া মোসলেম।

১৯৪৭ সালের ৬ মার্চ কলকাতায় পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। কলকাতায় সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস শেষে সাজ্জাদ জহিরকে সাধারণ সম্পাদক করে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। তবে পূর্ববঙ্গের জন্য আলাদা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, যার সম্পাদক ছিলেন খোকা রায়। সেই কমিটির সদস্য ছিলেন মণি সিংহসহ আরও অনেকে।

ভারতের সেই কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ছিল ভুয়া অর্থাৎ মিথ্যা। এতে সাধারণ মেহনতি মানুষের কোনো মঙ্গল হবে না। বুর্জোয়ারা সব আপসের পথে চলে গেছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হতে দেরি হচ্ছে। অন্যদিকে ইউরোপে, বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের অনেকগুলো দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং চিনে বিপ্লব হয়েছে। ভারতে এই দুই বিপ্লব একসঙ্গে করতে হবে। আত্মসমালোচনা করে পার্টি বলেছিল, এত দিন কমিউনিস্ট পার্টি দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী নীতি অনুসরণ করেছে। এবার সারা দেশে জঙ্গি সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। জঙ্গি সংগ্রাম গড়ে তুলে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এ অঞ্চলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিও একই নীতি গ্রহণ করেছিল।

তখন 'জেল বিপ্লব' তত্ত্বও ছিলজেলের ভেতরে প্রতিরোধ করতে হবে। খাপড়া ওয়ার্ডে এই নীতি কার্যকর করতে গিয়ে ৭ জন কমিউনিস্ট নেতা শহীদ হন। এভাবে সারা ভারতে ১১টি ঘটনায় ৮৪ জন বন্দির মৃত্যু হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসের ওই সিদ্ধান্তের পর ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে ময়মনসিংহের গারো ও হাজং এলাকায় টঙ্কবিরোধী আন্দোলন, রাজশাহীর নাচোলে তেভাগা আন্দোলন ও সিলেটে নানকারবিরোধী আন্দোলন জঙ্গি রূপ নেয়। সেই জঙ্গি আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এলাকাগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। বহুসংখ্যক নেতা---কর্মী শহিদ হন। অসংখ্য গ্রেপ্তার হন। কেউ কেউ বলেন, সেই সরকারি দমনের মধ্য দিয়ে প্রায় ১০০ জন নেতা---কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এত কিছুর পরও পার্টির নেতৃত্ব 'সশস্ত্র সংঘর্ষ' এবং 'গৃহযুদ্ধ' আর 'সশস্ত্র প্রতিরোধ'---এর নীতিতে চলতে থাকে। তাদের স্লোগান ছিলইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়।

শুধু কৃষক নয়; ছাত্র, যুবক ও শ্রমিকদের জড়ো করার চেষ্টা করে কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। শুধু বাইরে নয়, জেলের ভেতরেও অনশন ধর্মঘট চলতে থাকে। বিভিন্ন জেলে মোট ১৫০ দিন অনশন ধর্মঘট হয়েছে। তখন 'জেল বিপ্লব' তত্ত্বও ছিলজেলের ভেতরে প্রতিরোধ করতে হবে। খাপড়া ওয়ার্ডে এই নীতি কার্যকর করতে গিয়ে ৭ জন কমিউনিস্ট নেতা শহীদ হন। এভাবে সারা ভারতে ১১টি ঘটনায় ৮৪ জন বন্দির মৃত্যু হয়েছিল। বাইরে থেকে জেলগেট আক্রমণ নীতির ফলে সারা ভারতে ৩ হাজার ৯৮২ জন রাজনৈতিক নেতা---কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। তখন পর্যন্ত দুই দেশের পার্টি এক নীতিতেই চলত। (মতিউর রহমান, 'লাল সালাম: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি', প্রথমা প্রকাশন, ২০২৫, পৃ. ৩৪)

এসবের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি এক কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। পার্টি পর্যদস্ত হয়ে পড়ে। পার্টির অনেক সদস্য---কর্মী দেশ ছেড়ে চলে যান। পার্টি ভেঙে যায়। তর্কবিতর্ক চলতে থাকে, সন্দেহ---অবিশ্বাস বাড়তে থাকে। পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ১২ হাজার থেকে ৩---৪ শ-তে নেমে আসে। সে সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ৮৯ হাজার, এটাও ২০ হাজারে নেমে আসে। (মতিউর রহমান, 'লাল সালাম', ২০২৫, পৃ. ৩৬)

এ রকম এক পরিস্থিতিতে ভারত, পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গের সর্বত্র বামপন্থীদের মধ্যে তর্কবিতর্ক, ঝগড়া---বিবাদের সূত্রপাত হয়। একাধিকবার কমিটি হয়। কমিটি বদল করেও কোনো ফল হয় না। বারবার বৈঠক আর বারবার নেতৃত্বের পরিবর্তন হতে থাকে। মোটকথা, তৎকালীন ভারত ও পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির এই সশস্ত্র সংগ্রামের রণনীতি পার্টি তথা বাম রাজনীতির জন্য ভুল ও আত্মঘাতী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এতে দলের শক্তি ক্ষয় হয়েছে, অজস্র নেতা---কর্মী হত্যা ও চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হওয়ার পরিবর্তে বরং পিছিয়ে পড়েছে। উভয় দেশের কমিউনিস্ট পার্টিই অবশ্য পরবর্তীকালে গৃহীত এই সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে ভুল বলে মূল্যায়ন করে এবং তা থেকে সরে আসে। ১৯৫১ সালে কলকাতায় পূর্ববঙ্গের ৩০ জন নেতার গোপন বৈঠক হয়। সেখানে পার্টির বড় ভুল---বিচ্যুতির কথা স্বীকার করা হয়। নতুন কর্মসূচি নেওয়া হয়। ওই সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এস এ ডাঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বলা হয় যে সেই সশস্ত্র লড়াই---সংগ্রামের পথ ভুল ছিল। নতুন করে গণতন্ত্রের জন্য তারা রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে তারা সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারায় ফিরে আসে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ বলেন যে তাঁদের ভুল হয়েছিল সেই সশস্ত্র সংগ্রাম ও প্রতিরোধের নীতি নিয়ে। সিদ্ধান্ত হয় পার্টি গোপনে থেকে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে কাজ করবে। তারা ছাত্রসংগঠন এবং গণসংগঠন গড়ে তুলবে।তারপর গড়ে তুলতে হবে গণ—আন্দোলন। (মতিউর রহমান, 'লাল সালাম', ২০২৫, পৃ. ৩৯—৪০)। এসবের ফলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে কমিউনিস্ট পার্টি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হলো। ক্রমশঃ

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-99 ■ 8 January, 2026 ■ আগরতলা ৮ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৩ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ তিন পাতা

অবশেষে চাপে পড়ে পদত্যাগ করলেন টিপিএসসির চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। দীর্ঘদিন ধরে চলা বিতর্ক ও প্রশাসনিক চাপের মধ্যেই অবশেষে পদত্যাগ করলেন ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিপিএসসি)-র চেয়ারম্যান কর্নেল কুশ কুমার। জানা গিয়েছে, পোলো টাওয়ার হোটেল কাণ্ডের পর টিপিএসসি-র চেয়ারম্যানের কার্যকলাপ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, ২৮ ডিসেম্বর রাতে হোটেল পোলো টাওয়ারে অনুষ্ঠিত প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সামিটের পর মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর নিরাপত্তা কর্মী ও টিপিএসসি চেয়ারম্যান কর্নেল কুশ কুমার শর্মার মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। ওই অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তার গাড়ি হোটেলের সামনে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। কিন্তু হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল টিপিএসসি চেয়ারম্যানের। নিরাপত্তা কর্মী চেয়ারম্যানের গাড়ি সরানোর অনুরোধ করলে, তিনি গাড়ি সরানোর পরিবর্তে নিরাপত্তা কর্মীর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ রয়েছে, এই সময় চেয়ারম্যান জওয়ানের কলার ধরে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরবর্তী সময়ে চেয়ারম্যান ও তার ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা পরীক্ষা করানো হয় এবং এরপর তাদের নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, ঘটনার পর থেকে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৬ জানুয়ারি টিপিএসসি-র চেয়ারম্যান রাজ্যপালের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। আজ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রশাসনিক মহলে মনে করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং ক্রমবর্ধমান বিতর্কের জেরেই তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়েছে।

যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফে বিস্তারিত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি, তবে টিপিএসসি-কে ঘিরে ওঠা সাম্প্রতিক বিতর্কে এই পদত্যাগ গুরুত্বপূর্ণ মোড় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল।

রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন কাজে প্রবাসীদেরও যুক্ত করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঠিক অগ্রগতির জন্য ত্রিপুরা জাতীয়স্তরে প্রথম স্থান পেয়েছে ও পুরস্কৃত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নেই। সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করে নিতে হবে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি বিষয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মনির্ভর ভারত গড়ার অঙ্গ হিসেবে পরিকাঠামোগত উন্নয়নেও বিশেষ জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্যকে সফল করতে

নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে প্রবাসীদেরও যুক্ত করতে হবে। এতে প্রবাসীরা রাজ্যে শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ দেন।

সভায় অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বিভিন্ন দপ্তরের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। এই সভায় অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, শিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব কুন্তল দাস এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ নিজ নিজ দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ও মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে সংযম ও দায়িত্ববোধের অভাব ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। বিধানসভায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, সাংবিধানিক পদে আসীন থেকে এবং রাজ্য স্তরে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে থেকেও মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে চলেছেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আঙুল উঠলে তা কেবল একজন ব্যক্তির নয়, গোটা রাজ্যের সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করে।

বিরোধী দলনেতার বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত যে দুই রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে, তাদের রাজনৈতিক অতীতের দিকে তাকালেই বাস্তব চিত্র স্পষ্ট হয়। ১৯৮০ সালে তারা অন্য রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এডিসি গঠনের পর তাদের চার দফা দাবির অন্যতম ছিল রাজ্য থেকে বিদেশিদের বিতাড়ন। সেই একই দাবি আজও ভিন্ন রাজনৈতিক নামের আড়ালে বজায় রয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, সেই সময় যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এই শক্তিগুলি যুক্ত ছিল, সেই দলেই ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। সুতরাং এডিসি বিরোধিতার ইতিহাস নতুন কিছু নয়।

এই সমস্ত বিষয় স্বীকার না করে বর্তমান সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি পাপাই হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ওই ঘটনাটি তৎকালীন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিজ দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল, এর সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক মঞ্চ থেকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে লাগামহীন অভিযোগ করে চলেছেনভোট-পূর্ব সন্ত্রাস, জনজাতি এলাকায় শিক্ষাব্যবস্থার অভাব, ১৯৮০ সালের দাঙ্গা কিংবা উগ্রপন্থা ইস্যুতে দায় চাপানো হচ্ছে বামফ্রন্টের ঘাড়ে। এমনকি তিনি দাবি করেন, বিজেপি ও তিপরা মথার মধ্যে উত্তেজনা তৈরির জন্যও বিরোধী দলনেতাকে দায়ী করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোনও রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে হামলার ঘটনা ঘটেনি। অথচ ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যের প্রায়

☛৫ এর পাতায় দেখুন

শহরের প্রাণকেন্দ্রে উদ্ধার সোনার বিস্কুট ও নগদ অর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। আসাম রাইফেলস এবং আয়কর গোয়েন্দা সংস্থা (ডিআরআই) যৌথভাবে শান্তিপাড়া ও ধলেশ্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বড় পরিমাণ সোনার বিস্কুট এবং নগদ অর্থ জব্দ করেছে।

অভিযানকালে প্রায় ১৪ কেজি সোনার বিস্কুট, যার মূল্য প্রায় ১৯ কোটি টাকা, এবং ভারতীয় মুদ্রা প্রায় ২.৮৭ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়। সফল এই জব্দ অভিযানটি আসাম রাইফেলসের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় উদ্ধার করা স্বর্ণ ও নগদ পরে আরও তদন্ত এবং আইনগত প্রক্রিয়ার জন্য ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই অভিযান আঞ্চলিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে আসাম রাইফেলস ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার নিয়মিত সতর্কতা এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার একটি প্রতিফলন।

দুই দফায় বাজেট অধিবেশন, সিদ্ধান্ত

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ।। আগামী বাজেট অধিবেশন দুই দফায় বসাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের ক্যাবিনেট কমিটি অন পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

সূত্র জানায়, অধিবেশনের প্রথম দফা চলবে ২৮ জানুয়ারি থেকে ১৩

☛৫ এর পাতায় দেখুন

অসম-ত্রিপুরা সীমান্তে উদ্ধার বিপুল নেশার কফসিরাপ, আটক ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। আসাম---ত্রিপুরা সীমান্তের চেকপোস্ট পেরিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশের মুখে এমবিআই গেটে আবারও বিপুল পরিমাণ নেশা জাতীয় এসস্কপ কফ সিরাপ উদ্ধার করল পুলিশ। অত্যন্ত কৌশলে ফুটির প্যাকেটের ভেতরে কফ সিরাপ ভরে পাচারের চেষ্টা করছিল চোরাকারবারীরা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত গাড়িটির চালকের নাম পাঞ্জাব শেখ (৪৮)। তাঁর বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের রানীতলা থানাধীন ডি পাড়া এলাকায়। সহ-চালক হিসেবে ছিলেন বাসেদ শেখ (২০) ও শাকির শেখদু'জনেরই বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের শলুয়া এলাকায়। পাচারের কাজে ব্যবহৃত গাড়িটির নম্বর ডাব্লিউবি - ৫৭ - এম - ৮৫৯৬।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান উত্তর জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়। তাঁর উপস্থিতিতেই ফুটির প্যাকেট কেটে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ নেশা জাতীয় এসস্কপ কফ সিরাপ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, রাজ্যে ঢুকিয়ে এই কফ সিরাপ বিভিন্ন জায়গায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

বিধানসভায় বিশ্ববন্ধুর স্মরণ সভা

রাজনীতিবিদদের বড় হৃদয় থাকা উচিত ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাজনীতিবিদদের বড় হৃদয় থাকা উচিত। প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেন ছিলেন সত্যিই মহানুভব ও বড় হৃদয়ের মানুষ। তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার মৃত্যু আমাদের জন্য একটি বড় ক্ষতি। বুধবার বিধানসভায় প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্মরণ সভায় এভাবেই স্মৃতিচারণ করেন সংসদ বিষয়ক ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী এদিন উল্লেখ করেন, ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে তিনি বিশ্ববন্ধু সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বিশ্ববন্ধু সেন কেবল একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, বরং একজন কবি, সাহিত্যিক, গায়ক এবং অভিনেতা ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেন। ধর্মনগরের মানুষদের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। যারা আমাদের ছেড়ে গেছেন, যেমন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা এবং অধ্যক্ষরা, আপনারা কি তাদের স্মরণ করেন? সন্দেহ আছে। বিশ্ববন্ধু আমাদের কাছে খুবই কাছের মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি এবং তাতেই আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাস করতেন।

তিনি আরও জানান, বিশ্ববন্ধু সেন ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। রতন লাল নাথ বলেন,

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অন্য রূপ

চুরির অপবাদে ধাওয়া খেয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু

নওগাঁ, ৭ জানুয়ারি ।। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর সহিংসতার ধারাবাহিক ঘটনায় আরও এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর এলাকায় চুরির সন্দেহে জনতার ধাওয়া খেয়ে খালে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন এক ২৫ বছর বয়সি হিন্দু যুবক।

নিহতের পরিচয় মিঠুন সরকার। তিনি মহাদেবপুর উপজেলার ভাণ্ডারপুর গ্রামের বাসিন্দা। মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ খাল থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে বলে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, চুরির সন্দেহে একদল স্থানীয় বাসিন্দা মিঠুন সরকারকে তাড়া করে। জনতার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে তিনি একটি খালে ঝাঁপ দেন এবং সেখানেই ডুবে মৃত্যু হয় তাঁর। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে।

তবে মিঠুন সরকার আদৌ কোনও চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ করা হয়নি।

মিঠুনের মৃত্যু সাম্প্রতিক দিনে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ঘটে চলা একাধিক হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠছে। সোমবার যশোর জেলায় এক হিন্দু ব্যবসায়ী তথা একটি সংবাদপত্রের কার্যনির্বাহী সম্পাদককে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা মাথায় গুলি করে খুন করে। একই দিনে নরসিংদী শহরে এক ৪০ বছর বয়সি হিন্দু মুদি দোকানিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়। এর আগেও চলতি মাসের ৩ জানুয়ারি শরীয়তপুর জেলার কেয়ারভাঙ্গা বাজারের কাছে খোকন চন্দ্র দাস (৫০) নামে এক হিন্দু ব্যক্তিকে হামলা চালিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে।

ডিসেম্বর মাসেও একাধিক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। ২৪ ডিসেম্বর রাজবাড়ী শহরে কথিত চাঁদাবাজির অভিযোগে অমৃত মণ্ডলকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এর আগের দিন, ১৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে দীপু চন্দ্র দাস (২৫)-কে জনতা পিটিয়ে খুন করে এবং পরে তাঁর দেহে আগুন লাগানো হয়।

এই ঘটনাগুলি এমন এক সময় সামনে আসছে, যখন ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রথম সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে রাজপথে সিপিআই(এম)-এর বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ক্রমাগত আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। অতিসত্বর আক্রমণকারীদের শাস্তির দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সিপিআই(এম) কমিটির উদ্যোগে শহরের রাজপথে বিক্ষোভ রেলির আয়োজন করা হয়েছে। এদিন বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া হামলার নিন্দা জানান এবং

☛৫ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে এআইসিসির সিনিয়ার অবজারভারের দায়িত্বে সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিল জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)-র তরফে জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-র অনুমোদনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এআইসিসি সিনিয়র অবজারভার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী ও কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রস্তুতি, নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ এবং দলীয় কর্মকাণ্ড তদারকির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি দেশের

☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

হাঁটুর ব্যথা মুক্তি দিতে পারে যোগাসন

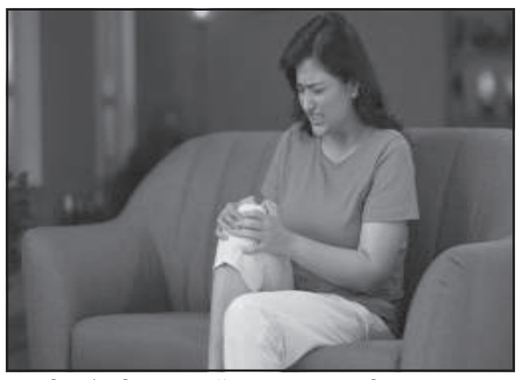

বয়স ত্রিশ ছুঁই, ঘিরে ধরছে হাঁটুর ব্যথা। শুয়ে থাকুন বা বসে, সর্বক্ষণই যেন জ্বালা। দাঁড়াতে গেলেও ব্যথা, বসতে গেলেও ব্যথা। সিঁড়ি ভাঙলে প্রবল যন্ত্রণা। এই পরিস্থিতিতে করণীয় কী? ওষুধ, ডাক্তার সাময়িক নিরাময়ের কাজ করে চলে। কিন্তু একেবারে দূর করতে কি পদ্ধতি? পতঞ্জলির প্রতিষ্ঠাতা রামদেব বলছেন, দিনে দশ মিনিট দিন, তা হলেই চলবে। কিন্তু দশ মিনিটে ঠিক কী হবে? এই হাঁটুর ব্যথা দূরীকরণে মোট চারটি যোগাসন দিয়েছেন রামদেব। তাঁর কথায়, এই যোগাসনগুলি রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করবে। হাঁটুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। পেশী ও টেন্ডনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পেশী-হাড়কেও সক্ষম করবে। কিন্তু সেই যোগাসনগুলি কী কী? এই যোগাসনের ক্ষেত্রে হাঁটু গেড়ে বসে গোড়ালির মাঝখানে চাপ দিতে হবে। এর জেরে গোড়ালি ও হাঁটু প্রসারিত হয়। রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। হাঁটুর জয়েন্টের মধ্যে নমনীয়তা বৃদ্ধি করে।

মকরাসন-এই যোগাসন 'কুমির ভঙ্গি' নামেও পরিচিত। যা মেরুদণ্ড এবং পিঠের নীচের অংশে তৈরি চাপ ও ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়। মানসিক শান্তি তৈরি করে। সামগ্রিক রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে। ত্রিকোণাসন- গোটা শরীরকে ত্রিভুজাকারে প্রসারিত করতে হবে। এটি মেরুদণ্ড, পা এবং কাঁধের পেশী প্রসারিত করে। হাঁটুর জোর বাড়ায়। হজমেও সাহায্য করে থাকে।

মালাসানা- এই যোগাসনকে অনেকে 'গারল্যান্ড পোজ' বা ভারতীয় স্কোয়টও বলে থাকেন। যা হাঁটুর জোর বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকরী একটি পদ্ধতি। এমনকি, হজম শক্তি বৃদ্ধিতেও অত্যন্ত উপযোগী।

তবে কেউ যদি এই সকল যোগাসন করতে না পারেন, তাঁদের জন্যও পথ বাতলে দিয়েছেন রামদেব। তিনি জানিয়েছেন, একটু-আধটু ব্যায়াম এবং হাঁটা চলা অত্যন্ত জরুরী। ওজন কমানো প্রয়োজন। যাতে হাঁটুতে তৈরি চাপ কমে।

শীতে শিশু ও বয়স্কদের জন্য বাড়তি যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা কমতে শুরু করায় শিশু ও বয়স্কদের ঠান্ডাজনিত রোগ থেকে সুরক্ষায় অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও সরকারি কর্মকর্তারা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. শেখ সাইদুল হক বলেন, 'শীতকালে নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানির আক্রমণ ও সাধারণ সর্দি কাশির মতো শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। এটি বিশেষ করে, ছোট শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে গুরুতর হতে পারে। তিনি চলাফেরা ও খাদ্যাভ্যাসে সতর্কতা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শীতজনিত রোগ থেকে সুরক্ষায় এ সব সতর্কতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ডিজিএইচএস কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি বলেন, শীতকালীন রোগ থেকে বাঁচতে, প্রয়োজনীয় সতর্কতা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, বয়স্ক নাগরিক এবং ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও সিওপিডি'র মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্তরা শীত মৌসুমে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।

শিশু রোগ বিশেষজ্ঞরা জানান, কম প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শ শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য জটিলতা তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে বয়স্কদের ক্ষেত্রে শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়েন্টের ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও রক্তচাপের ওঠানামা বেড়ে যেতে পারে।স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা পরামর্শ দিয়েছেন, বিশেষ করে ভোরবেলা বা সন্ধ্যায় শিশুদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় উষ্ণ পোশাক পরানো এবং নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস বজায় রাখা জরুরি। কারণ এটি মৌসুমি ভাইরাস ছড়ানো কমাতে সহায়তা করে। এ ছাড়া অসুস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হবে।এর পাশাপাশি ফল, শাকসবজি ও উষ্ণ তরলসমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। এই ধরনের পুষ্টিকর খাবার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে বলে জানান তারা। চিকিৎসকরা নবজাতকদের ঠান্ডা বাতাসে না নেওয়ার এবং ঘরের ভেতর পরিবেশ উষ্ণ রাখার পাশাপাশি ঘরে যথাযথভাবে বায়ু চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখারও সুপারিশ করেছেন। বয়স্কদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের পরামর্শ উষ্ণ কাপড়, মোজা ও টুপি ব্যবহার করে ঠান্ডাজনিত জটিলতা এড়ানো উচিত।

এ ছাড়াও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ভোর বেলার কুয়াশায় ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে, রাতে কম্বল বা গরম জলের ব্যাগ ব্যবহার করতে, শরীর গরম রাখতে, পর্যাপ্ত জল পান করতে এবং উষ্ণ তরল, ভেষজ চা ও সুষম খাবার গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

আমলকির স্বাস্থ্য উপকারিতা

আমলকি, ভেষজ গুণে অনন্য একটি ফল। এর ফল ও পাতা দুটিই ওষুধরূপে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন অসুখ সারানো ছাড়াও আমলকি রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে দারুণ সাহায্য করে। আমলকির গুণাগুণের জন্য আয়ুর্বেদিক ওষুধেও এখন আমলকির নির্যাস ব্যবহার করা হয়। আমলকিতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন 'সি'। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, আমলকিতে পেয়ারা ও কাগজি লেবুর চেয়ে তিন গুণ ও ১০ গুণ বেশি ভিটামিন 'সি' রয়েছে। আমলকিতে কমলালেবুর চেয়ে ১৫ থেকে ২০ গুণ বেশি, আপেলের চেয়ে ১২০ গুণ বেশি, আমের চেয়ে ২৪ গুণ এবং কলার চেয়ে ৬০ গুণ বেশি ভিটামিন 'সি' রয়েছে। চলুন জেনে নিই আমলকি খাওয়ার ১০টি উপকারিতা সম্পর্কে ১. আমলকি চুলের টনিক হিসেবে কাজ করে এবং চুলের পরিচর্যার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি কেবল চুলের গোড়া মজবুত করে তা নয়, এটি চুলের বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। এটি চুলের খুসকির সমস্যা দূর করে ও পাকা চুল প্রতিরোধ করে।

২. আমলকির রস কোষ্ঠকাঠিন্য ও পাইলসের সমস্যা দূর করতে পারে। এছাড়াও এটি পেটের গোলযোগ ও বদহজম রুখতে সাহায্য করে।

৩. এক গ্লাস দুধ বা জলের মধ্যে আমলকি গুঁড়ো ও সামান্য চিনি মিশিয়ে দিনে দু'বার খেতে পারেন। এ্যাসিডেটের সমস্যা কম রাখতে সাহায্য করবে।

৪. আধা চূর্ণ শুষ্ক ফল এক গ্লাস পানিতে ভিজিয়ে খেলে হজম সমস্যা কেটে যাবে। খাবারের সঙ্গে আমলকির আচার হজমে সাহায্য করে। ৫. প্রতিদিন সকালে আমলকির রসের সঙ্গে মধু মিশে খাওয়া যেতে পারে। এতে ত্বকের কালো দাগ দূর হবে ও ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়বে। ৬. আমলকির রস দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এছড়াও চোখের বিভিন্ন সমস্যা যেমন চোখের প্রদাহ। চোখ চুলকানি বা জল পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই দেয়। আমলকি চোখ ভাল রাখার জন্য উপকারী। এতে রয়েছে ফাইটো-কেমিক্যাল যা চোখের সঙ্গে জড়িও ডিজেনারেশন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। ৭. প্রতিদিন আমলকির রস খেলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং দাঁত শক্ত থাকে। আমলকির টক ও তেতো মুখে রুচি ও স্বাদ বাড়ায়। রুচি বৃদ্ধি ও খিদে বাড়ানোর জন্য আমলকী গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য মধু ও মাখন মিশিয়ে খাওয়ার আগে খেতে পারেন।

৮. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমায়। কফ, বমি, অনিদ্রা, ব্যথা-বেদনায় আমলকি অনেক উপকারী। ব্রঙ্কাইটিস ও এ্যাজমার জন্য আমলকির জুস উপকারী।

৯. শরীর ঠাণ্ডা রাখে, শরীরের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, পেশী মজবুত করে। এটি হৃদযন্ত্র, ফুসফুসকে শক্তিশালী করে ও মস্তিষ্কের শক্তিবর্ধন করে। আমলকির আচার বা মোরব্বা মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা দূর করে। শরীরের অপ্রয়োজনীয় ফ্যাট ঝরাতে সাহায্য করে।

১০. ব্লাড সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রেখে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। কোলেস্টেরল লেভেলেও কম রাখাতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

শীতে সর্দি-কাশি রোধে যে খাবারগুলো জরুরি

শীতকালে সর্দি, কাশি ও জ্বরের প্রকোপ বেড়ে যায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাসের সংক্রমণও ত্বরান্বিত হওয়ায় ছোট-বড় সবাই এই সমস্যা থেকে বঞ্চিত থাকেন না। চিকিৎসকেরা বলছেন, শীতে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোই এই সমস্যার মূল সমাধান। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে কিছু খাবার নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে শরীরকে গরম রাখা যায় এবং ভাইরাসের সংক্রমণ অনেকাংশে প্রতিহত করা সম্ভব। ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ এসব খাবার প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। শীতকালীন উপকারী খাবারগুলো হলো: আদা: অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণসম্পন্ন। গলা ব্যথা কমাতে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। চা বা গরম জলে মিশিয়ে খেলে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। মধু: গলার জ্বালা কমায়, শরীরকে গরম রাখে এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশিও কমাতে কার্যকর। রসুন: ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক; জিংক ও এলিসিন সমৃদ্ধ হওয়ায় সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ ফল: লেবু, কমলা, আমলকি ও বাতাবি লেবু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

হলুদ দুধ: কুরকুমিন প্রদাহ কমায়; রাতে গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খেলে সর্দি-কাশি দূরে রাখা যায়।

স্যুপ ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ সবজি: গাজর, বিট, টম্যাটো ইত্যাদি দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় রাখলে উপকার হয়।

চিকিৎসকেরা আরও জানাচ্ছেন, শীতে জল কম খাওয়ার প্রবণতা থাকে। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম জল পান করা জরুরি। ধুলো-বাতাস এড়িয়ে চলা, পর্যাপ্ত ঘুম এবং নিয়মিত ব্যায়াম করলে শীতকালীন অসুখ থেকে বাঁচা সম্ভব।

শীতের সবজি শালগম

শীতের মৌসুমে বাজারে সহজেই মিলছে শালগম। সাদা-বেগুনি রঙের সবজিটি শুধু স্বাদেই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় শালগম রাখলে শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে, হজমশক্তি উন্নত হয় এবং শরীর থাকে চনমনে। চলুন জেনে নেওয়া যাক শালগমের যত পুষ্টিগুণ- রোগ প্রতিরোধে সহায়ক- শালগমে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, যা শরীরকে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ঠান্ডা-কাশি প্রতিরোধে এটি বেশ উপকারী। হজমশক্তি বাড়ায় এই সবজিটিতে থাকা ফাইবার হজমের গতি বাড়ায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়তা করে। পেটের গ্যাস ও অস্বস্তিও কমায়। হৃদস্বাস্থ্যের জন্য ভালো- শালগমে রয়েছে পটাশিয়াম, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এছাড়া এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায়। ওজন কমাতে সহায়ক- কম ক্যালোরিযুক্ত এই সবজি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত সালাদ বা স্যুপে শালগম রাখলে তৃপ্তি বেশি থাকে, ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে।

হাড় ও দাঁত মজবুত করে

শালগমে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে, যা হাড় ও দাঁত মজবুত রাখতে ভূমিকা রাখে। শিশু এবং বয়স্কদের জন্য তাই শালগম খুবই উপকারী।

ত্বকের যত্নে কার্যকর শালগমের ভিটামিন এ ও সি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং ত্বককে রাখে সুস্থ- সতেজ।

'ম্যাচিউর' ত্বক : শীতকালীন পরিচর্যার রুটিন

শীতকালের আবহাওয়া 'ম্যাচিউর' ত্বকে ভীষণ প্রভাব ফেলে। তাই দরকার সঠিক পরিচর্যা। তবে এর আগে জানতে হবে- কেন ম্যাচিউর ত্বক শীতকালে বেশি সংবেদনশীল হয়। বয়সের কারণে ত্বকে কিছু পরিবর্তন হয়, যা এই চাপ সামলাতে সক্ষম নয়। কারণ, ত্বক পাতলা হয়ে যায়। ডা. শোকিন ব্যাখ্যা করে বলেন, ত্বকের বাইরের স্তর (এপিডার্মিস) পাতলা হয়ে যায়। ফলে ত্বক বেশি ভঙ্গুর হয়ে যায়। কোলাজেন এবং ইলাস্টিন উৎপাদনও কমে যায়, ফলে ত্বক ঝুলে পড়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের তেল উৎপাদন কমে যায়, যা শুষ্কতার দিকে নিয়ে যায়। এমনকি ত্বকের নিজ থেকে সুস্থ হওয়ার ক্ষমতাও সময়ের সঙ্গে কমে যায়। 'ম্যাচিউর' ত্বক চেনার উপায় ১। বিশেষ করে চোখ, মুখ এবং কপালের চারপাশে বার্ধক্যের (পাতলা রেখা এবং বলিরেখা) প্রক্রিয়া দেখা দেয়। ২। ফার্মনেসের ক্ষতি হয়। সহজভাবে বললে, চোয়াল ও গালের চারপাশে বাধ্যক্যের ছাপ স্পষ্ট হয়। ৩। ত্বকের পাতলাতা অর্থাৎ রক্তনালিগুলো দৃশ্যমান করে তোলে এবং ক্ষতির প্রবণতা বাড়ায়। ৪। শুষ্কতা দেখা দেয়। ম্যাচিউর ত্বকের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো- তেলের উৎপাদন কমে যাওয়া। ফলে ত্বকের টেক্সচার রুক্ষ দেখায়।

শীতকালীন পরিচর্যার রুটিন ১। পরিষ্কার ত্বক দিয়ে শুরু করুন। একটি কোমল, হাইড্রেটিং ক্লিনজার বেছে নিন, যেন ত্বকের প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা নষ্ট না হয়।

২। এরপর টোনার ব্যবহার করুন। হাইড্রেটিং টোনার বা এসেন্স ত্বককে প্রস্তুত করে, আর্দ্রতা পূরণ করে এবং সক্রিয় উপাদানগুলো শোষণ করে।

৩। ত্বক প্রস্তুত হলে ত্বকের ধরন সিরাম খুঁজে নেওয়ার নিন। হায়ালুরোনিক অ্যাসিড সিরাম ত্বকে গভীর আর্দ্রতা এবং কোমলতা দেয়, পেপটাইড সিরাম কোলাজেন উৎপাদনকে সমর্থন করে এবং ত্বকের দৃঢ়তা বাড়ায়, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সিরাম (যেমন- ভিটামিন সি) ফ্রি র‍্যাডিক্যাল মোকাবিলা করে এবং ত্বক উজ্জ্বল করে, এবং রেটিনল সিরাম টেক্সচার উন্নত করে। বলিরেখা কমায়।

৪। ম্যাচিউর ত্বকের জন্য তৈরি পুষ্টিকর উপাদানযুক্ত ফর্মুলার ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। যেমন- সেরামাইডস, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, পেপটাইডস বা ভেজিটাল স্টেম সেল। সিরামের উপকারিতা ধরে রাখা এবং ত্বকের আর্দ্রতা হারানো প্রতিরোধে বাধা দেয়।

৫। আরও বেশি আর্দ্রতার জন্য (বিশেষত শীতকালে) ময়েশ্চারাইজারের ওপরে হালকা ফেস অয়েল ব্যবহারের পরামর্শ দেন। রোজহিপ বা স্কোয়ালেনের মতো তেল সুরক্ষা স্তর তৈরি করে এবং কোমলতা বাড়ায়।

৬। দিনে এসপিএফযুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন, যা ইউভি রশ্মির ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে।

চিয়া সিড কখন খেলে উপকার

চিয়া সিড ভেজানো জল খেয়ে দিন শুরু করেন অনেকেই। এর উপকারিতা অনেক। সাম্প্রতিক সময়ে হজমের সমস্যা, গ্যাস ও অম্লতার উপশমে চিয়া সিড বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সঠিক সময়ে চিয়া সিড খেলে তা দ্রুত আরাম দেয় এবং পাকস্থলীর অস্বস্তি কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কখন চিয়া সিড খেলে বেশি উপকার- খালি পেটে বা খাবারের আগে সাধারণত চিয়া সিড খালি পেটে অথবা খাবারের ৩০ মিনিট আগে খেলে সবচেয়ে ভালো কাজ করে। এতে পাকস্থলীর এসিড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং বদহজম, বুকজ্বালা বা টক ঢেকুরের সমস্যা কমে। অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার পর এ ধরনের খাবার হজমে সমস্যা হলে ডাক্তার পরামর্শ অনুযায়ী চিয়া সিড খেলে পেটের জ্বালাপোড়া কমে। অনেকে রাতে বেশি অ্যাসিডিটির সমস্যা অনুভব করেন। ঘুমানোর ১ ঘণ্টা আগে চিয়া সিড খেলে রাতের বুক জ্বালা ও অস্বস্তি কমে।

সতর্কতা দীর্ঘদিন নিয়মিত চিয়া সিড খাওয়া উচিত নয়। অতিরিক্ত অ্যাসিডিটি, পেটব্যথা, আলসারের সন্দেহ বা দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী চিয়া সিড খেতে হবে।

ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে কার্যকর মিষ্টি আলু

অল্প বয়সেই ক্রনিক রোগ বিশেষ করে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল ও হৃদ্‌রোগ বাড়তে থাকায় স্বাস্থ্যসচেতনতা এখন সময়ের দাবি। পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় সহজলভ্য এবং পুষ্টিকর কিছু খাবার যোগ করলেই শরীর ভালো রাখা সম্ভব। এর মধ্যে মিষ্টি আলু বা রাঙা আলুকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মিষ্টি আলুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফাইবার, যা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং কোলেস্টেরল কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। নিয়মিত মিষ্টি আলু খেলে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণেও উপকার পাওয়া যায়। ধীরে হজম হওয়ায় এটা দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতেও কার্যকর।

এতে থাকা বিটা-ক্যারোটিন পরিণত হয়ে ভিটামিন এ তৈরি করে, যা চোখ ও ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। পাশাপাশি এতে প্রচুর পটাসিয়াম রয়েছে, যা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা স্বাভাবিক রাখে এবং কিডনির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তা করে। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টসমৃদ্ধ মিষ্টি আলু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পাশাপাশি এতে থাকা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম হাড়কে মজবুত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পুষ্টিবিদরা তাই স্বাদে সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই সবজিটি নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন।

বুধবার আগরতলায় রামঠাকুর সেবা আশ্রমের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজন করা হয়।

আমেরিকার ভিসা পেতে এবার থেকে বাংলাদেশিদের জন্য ১৫ হাজার ডলার বন্ড জমা দিতে হবে

ঢাকা, ৭ জানুয়ারি : আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে আমেরিকার ভিসা পেতে হলে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য নতুন নিয়ম কার্যকর হচ্ছে, যার অধীনে ভিসা আবেদনকারীদের ১৫ হাজার ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা) ভিসা বন্ড হিসেবে জমা রাখতে হবে। এই নিয়মের ফলে বাংলাদেশিদের ভিসা প্রক্রিয়া আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে।

আমেরিকা ইতিমধ্যেই আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং বেশ কিছু অন্যান্য দেশের নাগরিকদের জন্য এই ভিসা বন্ড জমা দেওয়ার নিয়ম চালু করেছে। এখন নতুন করে বাংলাদেশসহ আরও কয়েকটি দেশকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত এই তালিকায় ৩৮টি দেশের নাম রয়েছে।

আমেরিকার বিদেশ দফতরের মতে, তালিকাভুক্ত দেশগুলোর পাসপোর্টধারী নাগরিকরা যদি আমেরিকার ভিসা (বি১/বি২ ভিসা) পাওয়ার যোগ্য হন, তবে তাদের ভিসা বন্ড হিসেবে নির্ধারিত টাকা জমা দিতে হবে। এই টাকা ৫ হাজার, ১০ হাজার অথবা ১৫ হাজার ডলার হতে পারে। ভিসার জন্য আবেদন করার সময় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ওই টাকা জমা দেওয়ার চূড়ান্ত পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

এছাড়া, আবেদনকারীদের আমেরিকার অর্থ দফতরের অনলাইন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ''পে.গভ'' এর মাধ্যমে বন্ড সংক্রান্ত শর্তে সম্মতি জানাতে হবে।

আমেরিকার বিদেশ দফতরের দাবি, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বহু বিদেশি নাগরিক আমেরিকায় অবৈধভাবে অবস্থান করে থাকেন, যা অভিবাসন নীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রবণতাকে রোধ করতেই এই নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে হোয়াইট হাউস। এর মাধ্যমে, আমেরিকায় অবৈধ অবস্থান রোধ এবং অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন।২০১৬ সালে প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন নীতি কঠোর করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রশাসন আমেরিকায় থাকা বহু অবৈধ অভিবাসীকে ফেরত পাঠিয়েছে এবং বিভিন্ন ভিসা, বিশেষ করে এইচ-১বি ভিসা ও গ্রিন কার্ডের জন্য কঠোর নিয়ম চালু করেছে। এর মধ্যে ভিসা আবেদনকারীদের সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টগুলোও নজরদারির আওতায় এসেছে।

এবারের তালিকায় যুক্ত হয়েছে ১২টি নতুন দেশ। এর মধ্যে বাংলাদেশ, ভেনেজুয়েলা, অ্যাঙ্গোলা, আলজেরিয়া, বুরুন্ডি, কিউবা, গ্যাবন, নেপাল, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, টোঙ্গা, উগান্ডা এবং জিম্বাবোয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর আগে, এই ধরনের নিয়ম চালু হয়েছিল আফ্রিকার ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশ এবং অন্যান্য কিছু দেশের জন্য।

বিশ্লেষকরা বলছেন, আমেরিকার এই পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী অভিবাসন ব্যবস্থায় নতুন এক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে, যা অন্যান্য দেশেও শৃঙ্খলার প্রয়োগে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসতে পারে।

বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য আমেরিকার ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া এখন আরও কঠিন এবং ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। তবে, ভিসা বন্ড জমা দেওয়ার বিষয়টি ভিসা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া ও শর্তের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসবে, যার জন্য অনেকেই নতুন দিশা খুঁজে পাবেন কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

শিলচরে বিপুল পরিমাণ জাল সিগারেট উদ্ধার; ভারত-মিয়ানমার সীমান্তে মাদকসহ ধৃত

শিলচর, ৭ জানুয়ারি : উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চোরাচালান ও জাল পণ্যের কারবার রুখতে বড়সড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস। গত ৬ জানুয়ারি শিলচরের একটি গোডাউনে শুল্ক দপ্তরের সাথে যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যের জাল সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেছে বাহিনী।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস ও শুল্ক বিভাগ শিলচরের ওই গোডাউনে অতর্কিতে হানা দেয়। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই বিপুল পরিমাণ জাল সিগারেটের কনসাইনমেন্টটি শিলচর হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সংগঠিত জালিয়াত চক্রের নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতেই এই নিয়মিত যৌথ অভিযান চালানো হচ্ছে বলে বাহিনী সূত্রে খবর। আধিকারিকদের মতে, এই ধরণের অবৈধ ব্যবসা দেশের অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ঝুঁকি।শিলচরের এই অভিযানের পাশাপাশি ভারত-মিয়ানমার সীমান্তে মাদক বিরোধী অভিযানেও বড় সাফল্য মিলেছে। মিজোরামের সাইতুয়াল জেলার কাইফাং এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১.০৬২ কেজি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে আসাম রাইফেলস ও মিজোরাম পুলিশ। আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ধারকৃত মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৩.১৮ কোটি টাকা। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহভাজন একটি গাড়ি আটক করা হয়। গাড়ির ভেতর থেকেই এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়।পরবর্তী পদক্ষেপ: বাজেয়াপ্ত মাদক এবং ব্যবহৃত গাড়িটি পরবর্তী তদন্ত ও আইনি ব্যবস্থার জন্য সাইতুয়াল পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক ও জাল পণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খল ভেঙে দিতে আগামী দিনেও এই ধরণের কড়া পদক্ষেপ জারি থাকবে বলে জানিয়েছে আসাম রাইফেলস।

দুই দফায় বাজেট অধিবেশন, সিদ্ধান্ত

● তিনের পাতার পর

ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দ্বিতীয় দফা নির্ধারিত হয়েছে ৯ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত।

অধিবেশন শুরু হবে ২৮ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির যৌথ অধিবেশনে ভাষণের মাধ্যমে। এর পর ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার ২০২৬—২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর

● তিনের পাতার পর

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের আহ্বান জানায়। তারা শাস্তির জন্য তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

মানিক দে জানান, শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের দ্বারা ক্রমাগত নির্য্যাতনী শিকার হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে সিপিআইএম। বাংলাদেশ সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেবে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে আজকের এই বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

NOTIFICATION

Subject: Permission for Ground Water Extraction in the State of Tripura

This is to inform the general public, industries, infrastructure project proponents, and mining projects in the State of Tripura that all permissions for Ground Water Extraction are currently regulated and granted exclusively by the Central Ground Water Authority (CGWA) under the Ministry of Jal Shakti.

The grant of No Objection Certificates (NOC) for groundwater extraction is governed by the following framework:

1. Permissions are processed in accordance with the Guidelines for Control and Regulation of
Ground Water Extraction.
2. All applications for new NOCS or renewals must be filed through the "Bhu-Neer" portal (URL: cgwa-bhuneer.mowr.gov.in).

For detailed instructions on the application process, users may refer to the "Quick Start Guide" available on the Bhu-Neer portal.

ICA/D/1732/25

Deputy Secretary,
PWD (Water Resources), Government of Tripura

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে সংযম

● তিনের পাতার পর

সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলের কার্যালয় একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন বামফ্রন্ট আমলে ভোটের আগে ও পরে সন্ত্রাস চলত, কিন্তু বাস্তবে বর্তমান সরকারের আমলে সারা বছর ধরেই সন্ত্রাস চলছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।

পুলিশ প্রশাসন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর দাবি, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে থাকা মূল অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ ব্যর্থ হচ্ছে, অথচ সবকিছু জেনেও মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে চলেছেন।

২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে বিরোধী দলনেতা বলেন, বিজেপির শরিক দল তিপরা মথা যদি ২২টি আসনে প্রার্থী না দিত, তাহলে ওই আসনগুলিতে সিপিআইএম জয়ী হতো। তিনি স্পষ্ট করে জানান, ওই নির্বাচনে সিপিআইএম ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনও অবৈধ জোট ছিল নাশুধুমাত্র আসন সমঝোতার ভিত্তিতে লড়াই হয়েছিল। বিপরীতে বিজেপি, আইপিএফটি ও তিপরা মথার মধ্যে সুবিধাবাদী জোট গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এছাড়াও তিপরা মথার আন্দোলনের প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ও পানীয় জলের গাড়ি আটকে আন্দোলন চালানো হচ্ছে। রোমান হরফের দাবিও উঠছে, যা বর্তমান সরকার মানছে না। অথচ পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার ছাত্রছাত্রীদের রোমান ও বাংলাউভয় হরফেই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিত বলে দাবি করেন তিনি। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে সংযম ও দায়িত্ববোধের অভাব রয়েছে বলেই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে

● তিনের পাতার পর

আরও কয়েকটি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সিনিয়র অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের এই দায়িত্ব প্রাপ্তি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

রাজনীতিবিদদের বড় হৃদয়

● তিনের পাতার পর

আমি তখন বিরোধী নেতা হিসেবে কাজ করতাম। কিন্তু বিশ্ববন্ধু বাবু বিধানসভার কার্যক্রম সম্পর্কে খুবই ভালো ধারণা রাখতেন। জনগণের কল্যাণে সরকারকে কীভাবে কাজ করতে হবে, তা তিনি দেখাতেন।

বিধানসভায় আমরা বিরোধী দলেও থাকি বা এখন শাসক দলেও, তিনি সর্বদা জনগণের কল্যাণমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরতেন। আমরা জানি কেউ চিরকাল থাকেন না, কিন্তু স্মৃতি থেকে যায়। তার চলে যাওয়া আমাদের জন্য এক বড় ক্ষতি। রাজনীতিতে এমন খুব কম মানুষ আছে যারা তার মত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও যুক্ত ছিলেন।

মন্ত্রী আরও বলেন,আমার মতে, রাজনীতি হল সমাজের জন্য মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষমতা সম্পন্ন কাজ। তাই আমরা বলতে পারি, 'রাজনীতি হল সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী মানুষদের দ্বারা প্রদর্শিত এক ক্লাসিক্যাল আর্ট।' যারা রাজনীতির প্রকৃত অর্থ ও সারমর্ম বোঝে না, তারা তা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেন। এজন্যই রাজনীতির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছড়ায়।

অনেকেই রাজনীতিকে একটি পেশা হিসেবে গণ্য করতে চায়। তবে বিশ্বের সব রাজনৈতিক বিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিক দার্শনিকরা রাজনীতিকে এক মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে গণ্য করেছেন। সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বের কল্যাণে অবিরাম দায়িত্ব, আত্মনিয়োগ ও ত্যাগ ছাড়া কেউ সফল রাজনীতিবিদ হতে পারে না। সত্যিকারের অর্থে, রাজনীতি হল সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বের কল্যাণে আত্মত্যাগের কাজ।

মন্ত্রী আরো বলেন, রাজনীতিবিদরা প্রায়ই নানা রকম অসন্তুষ্টির শিকার হন, কিন্তু তারা সমাজের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেন বা নর্দমার ময়লা সরানযা অন্য কেউ করে না। বিশ্ববন্ধু সেন আমাদের কাছে সেই আদর্শ রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদাহরণ। এদিনকার স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, চিফ হুইপ কল্যাণী সাহা রায় এবং বিরোধী দলের নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ বিধানসভার কর্মী এবং আধিকারিকেরা।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত দিশা

ঢাকা, ৭ জানুয়ারি : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক গত ১৫ বছরে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা অর্জন করলেও, বর্তমানে এই সম্পর্ক নানা কারণে চরম অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর, দুই দেশের সম্পর্ক এক নতুন ধরনের উত্তেজনার মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। গত কয়েক মাসে বাংলাদেশে ভারত থেকে পুশইন হয়ে আসা অভ্যন্তরীণ সমস্যা, দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ও কূটনৈতিক উত্তেজনা নতুন মাত্রা নিয়েছে। ভারতের গণমাধ্যমে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা এবং বাংলাদেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে শিষ্টাচার লঙ্ঘনের অভিযোগে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে।

অপরাধীদের আশ্রয়ের বিষয়টি নিয়ে ডিসেম্বরে শোনা যায়, বাংলাদেশের ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির খুনি ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এই ঘটনাটি রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কয়েকটি রাজনৈতিক দল ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করলেও, পুলিশ তাতে বাধা দেয়। এছাড়া, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বাংলাদেশি কিশোরী ফেলানী খাতুনের হত্যার পর বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে 'ফেলানী এভিনিউ' নামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়, যা সম্পর্কের তিক্ততা আরও বাড়িয়ে দেয়।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি একাধিক ঘটনায় তাদের দিক থেকে 'প্ররোচনামূলক' মন্তব্য করা হয়েছে, যা দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। হাসনাত আবদুল্লাহর মন্তব্য, যেখানে তিনি ভারতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশি প্রতিবাদী শক্তি প্রসঙ্গে কথা বলেছেন, তা ভারত কর্তৃপক্ষের কাছে খুবই চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।এদিকে, ভারতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একতরফা অপপ্রচারের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে, যা সম্পর্কের নাজুক অবস্থা আরো তীব্র করে তোলে।বিগত মাসে, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হলেও, ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সাড়া দেয়নি।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 38/EE/SNM/PWD/2025-26, Dt: 05/01/2026

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 19/01/2026 for the following work:

Sl. No	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	46 /CE/PWD (R&B)/ACE (P&DU)/ 2025-26	₹ 7,65,28,695.60	₹ 15,30,574.00	540 days
2	51 /CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU)/2025-26	₹4,30,13,194.49	₹8,60,264.00	540 days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C 3754/26

(Er. Dhananjoy Debbarma
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B) Sonamura, Sepahijala, Tripura

Press Notice Inviting e-Tender NO.20/EE(FY)/2025-26 Dated: 03/01/2026
NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Executive Engineer, Department of Fisheries, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-

SL. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	TENDER DOCUMENT FEE	EARNEST MONEY
9	DNIT No.EE(FY)/2025-26/66(2nd Call)	Rs.1,43,996.00	Rs.1,000.00	Rs.2,880.00
10	DNIT No.EE(FY)/2025-26/67(2nd Call)	Rs.5,66,967.00	Rs.1,000.00	Rs.11,339.00

Last date & time for online Bidding : 13/01/2026, up-to 3:00 P.M
Corrigendum if any will be published only on the above website.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3744/26

For and on behalf of the Governor of Tripura
(ER. $. SARKAR)
Executive Engineer Department of Fisheries
Tripura, Agartala

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO. 01/AGRI/EE(W)/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division-I on behalf of the Hon'ble Governor of Tripura, invites offline rate per unit Quotation from the eligible State public sector of Appropriate Class for the following items which are regularly used for the day-to-day office work. Present requirement of items for 04 (four) months which has been mentioned in the (Hard Copy) table at column No-2 and 3 against each item.

Details hard copy will be available on submission of written application & subsequently on payment of Rs.1,000/- (Rupees One thousand) only in cash (Non-refundable) from of the office of the Executive Engineer (West) Div.-I, Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Agartala, Tripura on or after 07/01/2026 during office hours on all working days up to 09/01/2026.

In case of offer sent by Registered post, offer must be reached to the office of the Executive Engineer (West) Div.-I, Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Agartala, Tripura within 3.00 pm on 12/01/2026. Any offer received after the closing time for submission of offer will be summarily rejected.

Sl. No.	Description	Quantity	Cost of Bidding Document	Bidding document Selling & Dropping Center	Issue of Bidding Document date & time	Quotation Dropping date & time	Quotation Opening date & Time
1.	Supply for the articles for the O/o the Executive Engineer, Agri. West Division-I, Department of Agriculture & F.W, Agartala, West Tripura for 04 (four) months (SNIQ NO. 01/AGRI/EE/WEST/2025-26)	As per table (Hard Copy)	Rs.1,000/- only	office of the Executive Engineer (West) Div-I, Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Agartala, Tripura	During office hours from 07/01/2026 to 09/01/2026	During office hours from 07/01/2026 Up to 3.00 P.M. on 12/01/2026	On 12/01/2026 at 4.00 P.M.

ICA/C-3746/26

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West) Div-I
Department of Agriculture & Farmers' Welfare Agartala, West Tripura

CONFISCATION PROCEEDING CASE SUMMARY

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Basu Debbarma, Fr, A/O, FPU, Pecharthal the Offence Report No.01/FPU-PTL/2025-26 dated, 06/04/2025 and vide his office letter No.F.03/FPU-PTL/2025-26/04 dated, 16/04/2025 that on 06/04/2025 at about 2:20 AM during the time of patrolling duty with staff, he has apprehended 01 (one) no. vehicle bearing registration No.TR-01AR-1662, Chassis No.MAT464662MSP18115, Engine No.Nill (TATA YODHA) from Sonaimuri near NH-208A area, Kumarghat with loaded over 1.747 cum teak sawn timber without permission of the authority, which apparently procured illegally.

AND WHEREAS, It has been reported by Sri Basu Debbarma, Fr, A/O, FPU, Pecharthal has checked and seized the said vehicle registration No. TR-01 AR-1662, Chassis No.MAT464662MSP18115, Engine No.Nill (TATA YODHA) from Sonaimuri near NH-208A area, Kumarghat and brought to the FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(89)/For/FP-86/14469 dated, 09.06.1987 of the Forest Department, Govt. of Tripura and No.F.7(310)/For/FP-2016/25701-747 dated, 15.11.2016 of the Additional Secretary to the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section-2 of Section-52(A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized vehicle No. TR-01AR- 1662, Chassis No.MAT464662MSP18115, Engine No.Nill (TATA YODHA) from Sonaimuri near NH-208A area, Kumarghat for its use in carrying of forest produces of questionable origin in commission of Forest Offence of Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence under section 41, 42, 51(A), 52 & 69 of IFA, 1927 and rules made there under by the Government of Tripura.

Whereas, one person named Sri Sunny Roy Reang, S/o: Charan Roy Reang of Damodhar Reang Para, Manu, Dhalai Tripura has preferred his/ her claim as owner over the said vehicle bearing Registration No. TR-01AR-1662 by submitted the photocopies of the documents of the said vehicle in support of his claim.

Therefore, Sri Sunny Roy Reang, S/o: Charan Roy Reang of Damodhar Reang Para, Manu, Dhalai Tripura was served upon a 2nd time notice to appear before the authorized Officer (SDFO, Kumarghat) on 06/01/2026 in the chamber of the undersigned alongwith all relevant original documents supporting lawful ownership of the said vehicle No.TR-01 AR-1662 and to show cause as to why the said seized vehicle shall not be confiscated to the Govt. of Tripura for the use of the vehicle in commission of Forest Offence under rules framed under section 41, 42, 51(A), 52 & 69 of IFA, 1927 failing which the decision regarding confiscation of the vehicle bearing No. TR-01 AR-1662 will be taken ex-parte.

Whereas, Sri Sunny Roy Reang, S/o: Charan Roy Reang of Damodhar Reang Para, Manu, Dhalai Tripura has appeared on 06/01/2026 for hearing and confessed his/ her guilty and submitted his written statement with prayer of compounding and stated above illegal carrying teak sawn timber over 1.747 cum of Forest Produce without valid proper documents and promise not to commit such offence in future. She also stated that the forest offence committed by his/ her driver without his knowledge.

ORDER

Considering the facts & circumstances of the case and considering the commitment given by the owner, in her his statement of the seized vehicle that she/ he would not commit such mistake in future and considering her/ his prayer on the above condition, the case may be compounded on realization of Rs.65,000/- (Rupees sixty five thousand) only as valuation and Rs.5,000/- (Rupees five thousand) only as compensation within 30 (thirty) days.

The vehicle will be released on realization of the amount and after taking proper receipt of its legal owner. If she/he does not deposit the amount with prescribed period mentioned above, the confiscation shall be resumed without any delay. All Forest produce are to be confiscated and disposed as per law by the RO, Pecharthal Range after proper handing/ taking over from the In- charge FPU, Pecharthal.

Issued under my Seal and Signature on this day. 06/01/2026.

ICA/D/1735/25

[A. Datta, TFS]
Authorized Officer [SDFO, Kumarghat]

বুধবার আগরতলায় জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

উদয়পুর আর.বি.এস.কে. টিমের মানবিক উদ্যোগে জীবন রক্ষা অরূপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: জন্মের কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘনিয়ে এসেছিল অন্ধকারের ছায়া। কিন্তু সরকারি সদিচ্ছা আর চিকিৎসকদের অদম্য জেদ সেই অন্ধকার কাটিয়ে ফিরিয়ে আনল জীবনের আলো। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রকল্পের তৎপরতায় এবং উদয়পুর ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের মানবিক উদ্যোগে এক জটিল হৃদরোগ থেকে মুক্তি পেল শিশু অরূপ।

গত ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হয় অরূপ। জন্মের মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় তীব্র শ্বাসকষ্ট। তড়িঘড়ি তাকে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই পরীক্ষার পর ধরা পড়ে যে অরূপ জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত। আর্থিক অনটন আর অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনেন তার বাবা সুভাষ বাবু ও মা শিবানি দেবী। দিন দিন অরূপের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় তার বাবা সুভাষ বাবু ও মা শিবানি দেবীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। উন্নত চিকিৎসার আকাশছোঁয়া খরচ জোগানো তাঁদের কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু খবর পাওয়া মাত্রই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে সুভাষ বাবুর বাড়িতে ছুটে যান উদয়পুর ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের আর বি এস কে-র একটি বিশেষ দল। ডাঃ নন্দন দেবনাথ এবং ফার্মাসিস্ট রাজেশ ভৌমিকের নেতৃত্বে সেই দলটিকে দেখে যেন খড়কুটো আঁকড়ে ধরার সুযোগ পায় পরিবারটি। চিকিৎসার আকাশছোঁয়া খরচ জোগানো যেখানে অসম্ভব ছিল, সেখানে তাঁরা পরিবারটিকে অভয় দেন যে, আর.বি.এস.কে প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অরূপের চিকিৎসা সম্ভব। এই মানবিক মিশনে বিশেষ সহযোগিতা করেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। তাঁর ব্যক্তিগত তদারকি এবং ডাঃ নন্দন ও রাজেশ বাবুর নিরলস প্রচেষ্টায় দ্রুত রেফার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

অবশেষে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই অরূপকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চেন্নাই অ্যাপোলো শিশু হাসপাতালে পাঠানো হয়। আর.বি.এস.কে প্রকল্পের মাধ্যমে রোগীসহ দুজনের বিমান ভাড়ার ব্যবস্থাও সরকারিভাবে করা হয়। গত ২০ ডিসেম্বর চেন্নাইতে অরূপের চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর গত ২৬ ডিসেম্বর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ থেকে জয়ী হয়ে গত ৫ জানুয়ারি হাসপাতাল থেকে ছুটি পায় ছোট্ট অরূপ। মেডিক্যাল টিমের প্রধান ডাঃ নন্দন দেবনাথ আজ অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে জানান, 'অরূপ এখন পুরোপুরি সুস্থ। তার সেই কষ্টদায়ক শ্বাসকষ্ট এখন আর নেই। একটি নিষ্পাপ প্রাণ বাঁচাতে পেরে আমরা গর্বিত।'

মা, বাবা থেকে শুরু করে ঠাকুরমা- প্রত্যেকের চোখের জল আজ আনন্দের। সন্তানকে সুস্থ অবস্থায় কোলে ফিরে পেয়ে তাঁরা প্রত্যেকে খুশিতে আত্মহারা। অরূপের বাবা সুভাষ বাবু জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, আর.বি.এস.কে টিম, বিধায়ক অভিষেক দেবরায় এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সরকারের উন্নয়নের কাজ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোই প্রধান লক্ষ্য: মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: সরকারের উন্নয়নের কাজ শুধু ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে নাতা বাস্তবে প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোই দলের প্রধান লক্ষ্য। মানুষের প্রকৃত চাহিদা চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী কাজ করাই সংগঠনের আসল শক্তি। আজ তেলিয়ামুড়ার ব্রহ্মছড়া ৩৫ নম্বর বুথ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'বুথ শক্তি ও উন্নয়ন সংলাপ' কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে তিনি বুথ স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনস্বার্থে কী কী নতুন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আরও বলেন, শক্তিশালী বুথ সংগঠনই উন্নয়নের মূল ভিত্তি। মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে তাঁদের সমস্যার সমাধানে কাজ করলেই উন্নয়নের সুফল প্রকৃত অর্থে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সড়ক সুরক্ষার বিষয়ে ধর্মনগরে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সড়ক সুরক্ষা কমিটির এক সভা আজ ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রনের সভাপতিত্বে জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা, ধর্মনগর ও পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক, জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিও ও অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগণ। জানুয়ারি মাস কে জিরো ফ্যাটালিটি মাস অর্থাৎ সড়ক দুর্ঘটনাজনিত কারণে যাতে একটি মৃত্যুও না ঘটে সেই লক্ষ্যে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় তা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, হেলমেট পরা না থাকলে দ্বিচক্র যান চালকদের পেট্রোল পাম্প থেকে কোন পেট্রোল দেওয়া হবে না। এই সম্পর্কিত ফ্লেক্স পেট্রোল পাম্পে লাগানো হবে যাতে সবাই সচেতন হতে পারেন। মহকুমাস্তরে এই বিষয়টি নিয়ে পেট্রোল পাম্প মালিকদের সাথে সভা করা হবে। এই বিষয়ে নজরদারির জন্য এনফোর্সমেন্ট টিম গঠন করা হবে। তারা প্রতিটি পেট্রোল পাম্পে লাগানো সিসি টিভি পরীক্ষা করে দেখবে। এই নিয়মের অমান্যকারীকে প্রথমে দুহাজার টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয় পর্বে নিয়ম অমান্য করলে জরিমানা দ্বিগুণ হারে ধার্য করা হবে। এছাড়াও উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টার জরুরী ভিত্তিতে চালু করার জন্য কি কি পরিকাঠামো দরকার তা জরুরী ভিত্তিতে খতিয়ে দেখার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেন জেলাশাসক।

ঊনকোটি জেলায় "মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান" সফল করতে জেলাশাসকের সভাপতিত্বে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ জানুয়ারি: ঊনকোটি জেলার সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে এবং "মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান"-কে শতভাগ সফল করতে আজ ঊনকোটি জেলা সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে এক উচ্চপর্যায়ের জেলাভিত্তিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডঃ তমাল মজুমদার। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের এই স্বাস্থ্য অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো অসংক্রামক ব্যাধি শনাক্তকরণ এবং প্রতিকারের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও সচেতন ত্রিপুরা গড়ে তোলা। আজকের এই বৈঠকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলোর আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জেলাশাসক ডঃ তমাল মজুমদার স্পষ্ট নির্দেশ দেন যে, জেলার প্রতিটি প্রান্তে, বিশেষ করে দুর্গম পাহাড়ি এলাকার মানুষের কাছে এই অভিযানের সুফল পৌঁছে দিতে হবে। সভার প্রধান আলোচনায় ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে সকল নাগরিকের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, এবং ক্যান্সারের মতো রোগের প্রাথমিক পরীক্ষা বা স্ক্রিনিং ১০০ শতাংশ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পাশাপাশি গ্রামোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, পঞ্চায়েত এবং শিক্ষা দপ্তরের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশাকর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং রোগের লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের নিকটবর্তী "আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে" পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। অভিযানের অংশ হিসেবে যাদের এখনও পর্যন্ত "আভা" কার্ড বা ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিচয়পত্র তৈরি হয়নি, তাদের দ্রুত এই প্রক্রিয়ার আওতায় আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এই অভিযানের প্রথম ৭ দিন জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তৃণমূল স্তরে প্রচারের উপর আলোকপাত করা হবে, পরবর্তী ৭ দিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্ক্রিনিং ক্যাম্প এবং প্রয়োজনে উচ্চতর চিকিৎসার জন্য রেফার করা হবে। এই অভিযানের আওতায় উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ছাড়াও ওরাল ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার এবং সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের পরীক্ষা করা হবে। এছাড়াও যক্ষ্মা শনাক্তকরণের জন্য কফ পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জেলাশাসক ডঃ তমাল মজুমদার বলেন, 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আমাদের লক্ষ্য হলো রোগের জটিলতা বাড়ার আগেই তা শনাক্ত করা।

"মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান" শুধুমাত্র একটি কর্মসূচি নয়, এটি সুস্থ সমাজ গঠনের একটি আন্দোলন। জেলার প্রতিটি ব্লকের বিডিও এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের এই কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে হবে যাতে কোনো পরিবার বাদ না পড়ে।' এই গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পেঁচারথল ও মাছমারা ব্লকের বি.এ.সি. চেয়ারম্যান, ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ শীর্ষেন্দু চাকমা, জেলা টিকাকরণ আধিকারিক ডঃ সন্দীপন ভট্টাচার্য্য, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক, জেলা শিক্ষা আধিকারিক, জেলা সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক, বিভিন্ন ব্লকের বিডিও, জেলা নোডাল অফিসারগণ, জেলার সবকয়টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক গণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঊনকোটি জেলার সমস্ত নাগরিককে এই মহতী অভিযানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে গিয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নিজেদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সিপাহিজলা অভয়ারণ্যের গেটে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে ঝুলে মৃত বানর, বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: অভয়ারণ্যের মূল গেটের কাছে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে ঝুলে রইল একটি বানরের মৃতদেহ। প্রকাশ্যে এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা গেলেও বন দপ্তরের পক্ষ থেকে দীর্ঘ সময় কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল থেকে অভয়ারণ্যের গেট সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে একটি বানর ঝুলতে দেখা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় প্রাণীটি। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে মৃত বানরটি সেখানেই ঝুলে থাকলেও বন দপ্তরের কোনও কর্মীকে উদ্ধার বা নামানোর উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।

অভিযোগ, অভয়ারণ্যের ভেতরে থাকা বনকর্তাদের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও তাঁরা সময়ের অভাবে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারেননি। এতে ক্ষোভ বাড়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচলতি মানুষের মধ্যে। পর্যটন এলাকায় এমন দৃশ্য জনসাধারণের সামনে পড়ায় নিরাপত্তা ও বন দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নতুন রাস্তা নির্মাণে বাধা, রাতের আঁধারে ভাঙচুর, চরম উত্তেজনা

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি রাতের আঁধারে নবনির্মিত রাস্তা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ধলেশ্বর রোড—৭ সংলগ্ন এলাকায়, যা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকার রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন তারা। সম্প্রতি সরকার উদ্যোগ নিয়ে নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করে এবং সেই অনুযায়ী এলাকায় কাজও এগোচ্ছিল। কিন্তু অভিযোগ, একাধিক দুষ্কৃতী নিয়মিতভাবে নির্মাণ কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। শুধু তাই নয়, রাতের অন্ধকারে নির্মীয়মাণ রাস্তার একটি অংশ ভেঙে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

ভ্যাটের উদ্যোগে ভ্রাম্যমান প্রাণী চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ জানুয়ারি: এই সময়ের মধ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষকে আত্ম নির্ভর করার মধ্য দিয়ে আত্ম নির্ভর দেশ গড়ার ডাক দিয়েছে। এই আহবানে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তরে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের সমন্বয়ে নানান প্রকারের কর্মসূচি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একইরকম ভাবে কল্যাণপুর ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম কুঞ্জবন, রজনী সরদার পাড়া এবং দক্ষিণ ঘিলাতলী , এই তিনটি এলাকাতে রাজ্যের অগ্রগণ্য সামাজিক সংস্থা ভলানটারী হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা বিগত প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে নাবার্ডের সহযোগিতায় টিডিএফ প্রজেক্ট এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবিকার মান উন্নয়নে রকমারি কাজ করে চলেছে। এরই অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট তিনটি এলাকার ৯০ টা পরিবারকে শুকর প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভর করার উদ্যোগ নজরে পড়েছে এবং সংস্থার কর্মীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে আগামী দিনে আরও ৮০ জন সুবিধা ভোগীকে শুকর প্রতিপালনের বিশেষ প্রকল্পের আওতায় আনার পাশাপাশি মৎস্য ক্ষেত্র সহ পাট্টা জমিতে বিভিন্ন প্রকারের আম বাগান সহ অন্যান্য চাষের মধ্য দিয়ে জীবিকার মান উন্নয়নের নিরন্তর কর্মসূচি অব্যাহত।

আজ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সুবিধাভোগীরা যাতে করে শুকর প্রতিপালনের প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তার জন্য সংস্থা স্থানীয় প্রাণী পালন দফতরের সহায়তায় ভ্রাম্যমান প্রাণী চিকিৎসা শিবির সংগঠিত করেছে। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শুকর প্রতিপালকদের হাতে সময় উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ তুলে দেওয়ার পাশাপাশি শীতকালীন সময়ে শূকরের যত্ন কিভাবে নিতে হবে বা আক্ষরিক অর্থে রোগ সংক্রমণ থেকে যাতে শূকর রক্ষা পেতে পারে তার জন্য কি কি করনীয় এই বিষয়গুলো হাতে কলমে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকের এই উদ্যোগ এলাকার বিভিন্ন স্তরের শূকর প্রতিপালক থেকে শুরু করে অন্যান্যদের মধ্যে দারুন সাড়া তৈরি করেছে। আজকের এই গোটা কর্মসূচিতে দিনভর ভলানটারী হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি কল্যাণপুরের ভেটেনারি অফিসার অরুণ উদয় ভাদুড়ি নিজেও উপস্থিত ছিলেন। শ্রী ভাদুড়ি সংস্থার এই উদ্যোগের প্রশংসা করার পাশাপাশি দাবি করেছেন আগামী দিনেও দপ্তরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে এই প্রকারের কাজগুলোতে পাশে থাকবেন।

খোয়াইয়ের বাতাপোড়া গ্রামে কৃষি ফসল পরিদর্শনে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা, প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ফলনে খুশি কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ জানুয়ারি: খোয়াই কৃষি মহকুমার অন্তর্গত রামচন্দ্রঘাটের বাতাপোড়া গ্রামে শীতকালীন কৃষি ফসল পরিদর্শনে যান কৃষি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা। মাঠে নেমে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল প্রত্যক্ষ করে প্রত্যাশার চেয়েও ভালো ফলন দেখে আপ্লুত হন তাঁরা। এ বছর বাতাপোড়া গ্রামে যেন সত্যিই "সোনার ফসল" ফলেছে বলে মত কৃষি আধিকারিকদের।

সকাল প্রায় দশটা নাগাদ পূর্ব রামচন্দ্রঘাট এলাকার বাতাপোড়া গ্রামে পৌঁছান খোয়াই কৃষি দপ্তরের আধিকারিক প্রদ্যুৎ দে, চেবরী সেক্টর অফিসার বিজয় দেবনাথ, ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম অধিকারী, পঞ্চায়েতের প্রধানসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকরা। তাঁরা একাধিক কৃষকের জমিতে গিয়ে ফসলের অবস্থা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কৃষক সুমঙ্গল দাস ওয়েল পাম বাগানের পাশাপাশি বিভিন্ন সবজি চাষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছেন। অপরদিকে কৃষক অজিত দাস সরিষা, আলু, মিষ্টি কুমড়ো, গাজর, মরিচ, তরমুজ ও বেগুন চাষ করে ভালো ফলন তুলেছেন। কৃষকদের এই সাফল্য দেখে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা।

কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত বছরের তুলনায় এ বছর সবজি ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ, উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি গ্রহণের ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

এদিকে কৃষকরাও রাজ্য সরকার ও কৃষি দপ্তরের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁদের দাবি, আগামী দিনেও যদি এইভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো হয়, তাহলে উৎপাদন আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্মরণে বিধানসভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: আজ ত্রিপুরা বিধানসভার লবিতে ত্রিপুরা বিধানসভার প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ত্রিপুরা বিধানসভা এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, সংসদীয় তথা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব এ কে নাথ, অতিরিক্ত সচিব বিপ্লব দাস সহ বিধানসভার বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিগণ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন, প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ৪ বার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। ত্রিপুরা বিধানসভার ইতিহাসে এই প্রথম একজন অধ্যক্ষ দায়িত্ব চলাকালীন সময়ে প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেন একজন গুণী ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। বিধানসভায় তিনি বিরোধীদেরও প্রশংসা পেতেন। তিনি বলেন, কিছু কিছু ব্যক্তি প্রয়াত হবার পরও কিছু স্মৃতি রেখে যান। আমি প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেন-এর আত্মার সদগতি কামনা করি। পরিবারের পরিজনদের জানাই সমবেদনা।

সংসদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, প্রয়াত অধ্যক্ষ শুধু রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি একাধারে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, গায়ক ও রবীন্দ্র প্রেমী। সংসদীয় বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি বলেন, রাজনীতি হলো সমাজের এক মহান ব্রত। লেখাপড়া করে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইএএস, আইপিএস হওয়া যায়। কিন্তু সবাই রাজনীতিবিদ হতে পারেন না। রাজনীতিবিদদের হতে হবে সংবেদনশীল। যারা মানুষের দুঃখ ও কষ্ট অনুধাবন করতে পারবেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে যত ভাল কাজ হয়েছে তা রাজনীতিবিদদের দূরদর্শিতায় হয়েছে। বিগতদিনে আমাদের রাজ্যে ১০ জন মুখ্যমন্ত্রী ও ১৩ জন অধ্যক্ষ সমাজ ও রাজ্যের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তাঁদেরকেও আমাদের স্মরণ করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববন্ধু সেন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তিনি মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিশ্ববন্ধু সেন এক বড় মনের নেতা ছিলেন। তিনি সকল বিধায়কদের সমদৃষ্টিতে দেখতেন।

দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সংসদীয় বিষয়ে প্রখর জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন সংগীত প্রেমী। তিনি ছিলেন আমাদের কাছে অনুকরণীয়। তাঁর অসমাপ্ত কাজ আমাদের সবাইকে মিলে সমাপ্ত করতে হবে।

ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, প্রয়াত অধ্যক্ষ ত্রিপুরা বিধানসভায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, ভাল মানুষেরা বেঁচে থাকেন আমাদের মননে ও স্মরণে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব এ কে নাথ। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে প্রয়াত অধ্যক্ষের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রশাসনে মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, জাতীয়স্তরের প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণে যাচ্ছেন ২০ জন কর্মরত টিসিএস অফিসার

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: প্রশাসন পরিচালনায় মেধা ও দক্ষতার বিকাশকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক সদিচ্ছা, সুদূরদর্শী দৃষ্টি এবং প্রশাসনিক সংস্কারকে ত্বরান্বিত করার অঙ্গীকারের ফলেই রাজ্য প্রশাসনে আধিকারিকস্তরে একটি সুসংগঠিত ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকে একাধিকবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, মেধাশক্তির বিকাশ ও প্রশাসনিক দক্ষতাকে সময়োপযোগী করে তোলাই আধুনিক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। প্রশাসনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকারি আধিকারিকদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হচ্ছে।

এই ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ২০ জন টিসিএস আধিকারিককে মিড-টার্ম ট্রেনিং প্রোগ্রাম-এর জন্য দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠানো হচ্ছে। প্রশাসনের সূত্রে জানা গেছে, এই ২০ জন আধিকারিকের প্রথম দলটি পর্যায়ক্রমে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম), কলকাতা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়তি রাজ (এনআইআরডি অ্যান্ড পিআর), হায়দরাবাদ, ড. মনমোহন সিং হিমাচল প্রদেশ ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (হিপা), সিমলা, এবং বিহার ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিপার্ড), গয়াতে পক্ষকালব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। আগামী ৯ই জানুয়ারি, শুক্রবার প্রশিক্ষণের জন্য প্রথম দলে অন্তর্ভুক্ত আধিকারিকরা রাজ্য ত্যাগ করার পূর্বে সিপার্ডে রিপোর্ট করবেন, সেখান থেকেই এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী চিন্তা, উন্নয়নের গতিশীলতা ও মানবসম্পদ উন্নয়নকে রাজ্যের অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এটি রাজ্য সরকারের স্বচ্ছ, দক্ষ ও নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠনের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

জানা গেছে, প্রতিবছর এই ধরনের বহিরাজ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রাজ্যের আধিকারিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি, রাজ্যের সিপার্ডে নিয়মিত প্রশিক্ষণ মডিউলের মাধ্যমে বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে, যেখানে দেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষজ্ঞদেরও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এছাড়া সিনিয়র আধিকারিকদের জন্য " এডভ্যান্স ট্রেনিং মডিউল"-এর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

তথ্যভিজ্ঞ মহলের অভিমত, রাজ্য সরকারের এই ধারাবাহিক, সুপরিকল্পিত ও প্রগতিশীল প্রশিক্ষণ উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে প্রশাসনের গতিশীলতা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন ও নাগরিকসেবা প্রদানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে ৮ জানুয়ারি 'কালো দিবস' পালন করবে টিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি:নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএএ) নিয়ে আন্দোলন চলাকালীন ২০১৯ সালে পুলিশের গুলিতে আহত হওয়া আন্দোলনকারীদের স্মরণে আগামী ৮ জানুয়ারি 'কালো দিবস' পালন করার ঘোষণা দিল টিএসএফ। মাধববাড়ি দশরামকামী এলাকায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাব-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান টিএসএফ-এর সাধারণ সম্পাদক হামালু জমাতিয়া এবং সহ-সভাপতি জন দেববর্মা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আনার উদ্যোগ নেয়। এর প্রতিবাদে ২০১৯ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলভিত্তিক সংগঠন নেসোর ডাকে গোটা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও টিএসএফ আন্দোলনে শামিল হয়। সেই সময় মাধববাড়ি এলাকায় আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে একাধিক আন্দোলনকারী আহত হন বলে অভিযোগ।

টিএসএফ নেতৃত্বের দাবি, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাম্বুলেন্স আটকে দেওয়া হয় এবং আন্দোলনকারীদের ওপর মারধর করা হয়। গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অনভিপ্রেত বলে মন্তব্য করেন তাঁরা।

২০১৯ সালের ওই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাতেই প্রতি বছর ৮ জানুয়ারি কালো দিবস পালন করা হয় বলে জানান সংগঠনের নেতারা। এবছরও মাধববাড়ি দশরামকামী এলাকায় কর্মসূচির মাধ্যমে সেই ঘটনার প্রতিবাদ ও আহতদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

শিরোনাম: আগরতলায় ১১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে '৯ম ছবি ও কবিতা উৎসব ২০২৬'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: ছবি ও কবিতা এবং এগিয়ে চল সংঘের যৌথ উদ্যোগে আগামী ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ (রবিবার) সকাল ১০টা থেকে র মেলারমাঠস্থিত এগিয়ে চল সংঘ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে "৯ম ছবি ও কবিতা উৎসব ২০২৬"।

এবছর জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হবে বিশিষ্ট কবি এবং -কে। পাশাপাশি "জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি আজীবন সুকৃতি সম্মাননা—২০২৬" লাভ করবেন যাত্রা ও নাট্য অভিনেতা। এছাড়া "দক্ষিণারঞ্জন ধর স্মৃতি সম্মাননা—২০২৬" প্রদান করা হবে বিশিষ্ট কবি -কে। উল্লেখ্য, গত বছর জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন কল্যাণব্রত চক্রবর্তী ও বিপ্লব ওরাং।

উৎসবের দিনভর পর্বে রাজ্যের বিশিষ্ট কবিদের কণ্ঠে কবিতাপাঠ ও আবৃত্তি পরিবেশনা চলবে। সন্ধ্যায় থাকবে রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পীদের অংশগ্রহণে আবৃত্তি কোলাজসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।উৎসবকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয়েছে একাধিক প্রতিযোগিতা

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বসে লেখো (ছড়া/কবিতা) প্রতিযোগিতা, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য শুদ্ধ বানান লেখা প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।

প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের জন্য থাকবে আর্থিক পুরস্কার, স্মারক ও শংসাপত্র। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রদান করা হবে "স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র আচার্য স্মৃতি পুরস্কার" এবং বসে লেখো (ছড়া/কবিতা) ও শুদ্ধ বানান লেখা প্রতিযোগিতায় প্রদান করা হবে "অরিন্দম (যীশু) ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার"। প্রতিযোগিতার সময়সূচি ও বিভাগ, বসে আঁকো (দুপুর ১১টা থেকে):ক বিভাগ: ৬ বছর পর্যন্ত, খ বিভাগ: ৬১/২ থেকে ১০ বছর, গ বিভাগ: ১০১/২ থেকে ১২ বছর, ঘ বিভাগ: ১২১/২ থেকে ১৬ বছর, বসে লেখো (ছড়া/কবিতা) (দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে):ক বিভাগ: ৬ থেকে ৯ বছর, খ বিভাগ: ৯১/২ থেকে ১২ বছর, গ বিভাগ: ১২১/২ থেকে ১৫ বছর।

শুদ্ধ বানান লেখা (বিকাল ৩টা থেকে): অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা: বিকাল ৪টা থেকে প্রতিটি প্রতিযোগিতার এক ঘণ্টা আগে রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে। অংশগ্রহণকারীদের প্রতিযোগিতা শুরুর ন্যূনতম এক ঘণ্টা আগে বয়সের প্রমাণপত্রসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নাম নথিভুক্ত করতে হবে বলে জানিয়েছে আয়োজকরা।

খেলাধুলা

বিশ্বকাপে খেলতে হলে ভারতে এসেই খেলতে হবে বাংলাদেশকে

ফের আইসিসিকে চিঠি দিচ্ছে বিসিবি

দুবাই।। বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করলেন দেশের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সভাপতি। সেখানে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না আসার ব্যাপারে অনড় অবস্থান বজায় রাখল বাংলাদেশ সরকার। সে দেশের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানালেন, ভারতে খেলতে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। তাই বিকল্প হিসাবে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ খেলতে চেয়ে দ্বিতীয় চিঠি পাঠানো হবে আইসিসি-কে।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী আসিফ বলেছেন, ''ভারতে নিরাপদে খেলার মতো পরিস্থিতি নেই। বাংলাদেশের মর্যাদার প্রশ্নে আমরা কোনও রকম আপস করব না। অপর আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কায় খেলতে চাই। বাংলাদেশের সম্মান আর মর্যাদার প্রশ্নে পিছু হটতে চাই না। দেশের মর্যাদার বিনিময়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলতে চাই না।'

আইসিসি-র থেকে যে বাংলাদেশ বোর্ড চিঠি পেয়েছে, সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন আসিফ। জানিয়েছেন, নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের ঝুঁকির কথা আইসিসি বুঝতেই পারেনি! আসিফ বলেন, ''আজকে আমরা আইসিসি থেকে যে চিঠিটা পেয়েছি তা পড়ে মনে

হয়েছে, ভারতে যে নিরাপত্তা সমস্যা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের জন্য, সেটা আইসিসি বুঝতে পারেনি। আমার মনে হয়েছে, এটা শুধু নিরাপত্তা সমস্যা নয়, জাতীয় অবমাননার মতো গুরুতর সমস্যা। তবে আমরা নিরাপত্তা বিষয়টাকেই প্রাধান্য দিচ্ছি।''

আগামী দু'দিনের মধ্যেই আইসিসি-কে চিঠি দেবে বাংলাদেশ। আসিফের কথায়, ''আশা করি আমরা আইসিসি-কে বোঝাতে পারব এবং আইসিসি আমাদের যুক্তিগুলো নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ করে দেবে। আমাদের প্রথম কাজ আইসিসি-কে বোঝানো। হাতে যথেষ্ট শক্ত যুক্তি আছে। আমরা অবশ্যই ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলতে চাই। তার পরে যা হবে, সেটা নিয়ে আবার বসে সিদ্ধান্ত নেব। এখনও পর্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্ত খুব স্পষ্ট ভাবে নিয়েছি যে আমরা আইসিসি-কে বোঝাব, আমাদের ভারতে খেলার মতো পরিবেশ নেই।''

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের উদ্দেশে বিসিবি সভাপতি আমিনুল বলেন, ''আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ ছাড়াও সাংবাদিক, স্পনসর এবং হাজারও সমর্থক রয়েছেন। বিদেশ সফরের জন্য যেহেতু সরকারি নির্দেশ দরকার, তাই আমরা সরকারের দিক্‌নির্দেশনার অপেক্ষায় আছি। নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি না হলে আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াই করব।''

'ডেলি স্টার বাংলা'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমিনুলের ধারণা, ভারতে এলে শুধু এক-দু'জন ক্রিকেটার নয়, জাতীয় দল, সমর্থক, সাংবাদিক সকলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। আমিনুল বলেছেন, ''যখন মুস্তাফিজের মতো একজন আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং তাকে বাদ দিতে হয়, তখন পুরো বাংলাদেশের সমর্থকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়াটা স্বাভাবিক। অত্যন্ত যৌক্তিক একটা প্রশ্ন।''

তিনি আরও বলেছেন, ''আমরা বাস্তব ও যৌক্তিক বিষয় নিয়েই কথা বলছি। অতীতে বহু বিশ্বকাপে খেলেছি, কিন্তু কখনও নিরাপত্তা নিয়ে এমন প্রশ্ন তুলতে হয়নি।''

সাব্রুমকে চাপে রেখে জয় দিয়ে লীগ সূচনার প্রহর গুনছে ওপিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাব্রুম এখনও ৫৭ রানে পিছিয়ে রয়েছে। ইনিংস পরাজয় এড়াতে তাদের আরও ৫৮ রান প্রয়োজন। হাতে উইকেট রয়েছে চারটি। খেলার বাকি পুরো একদিন। যথেষ্ট চেষ্টার সুফল হিসেবে যদিও ইনিংস পরাজয় এড়াতে সক্ষম হয়, তবে সরাসরি পরাজয় রুখতে সক্ষম হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রতিপক্ষ ও পি সি অর্থাৎ ওল্ড প্লে সেন্টার। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর লীগ পর্যায়ের। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় দ্বিতীয় দিনের শেষে পরিস্থিতি এরকম। মঙ্গলবারে ম্যাচ শুরুতে সাব্রুম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৪৫.৫ ওভারে ১৮০ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে ওপিসি গতকাল এবং আজ মিলিয়ে ১০৬.৪ ওভার খেলে ২৯৫ রানে ইনিংস শেষ করে। ১১৫ রানের পিছিয়ে থেকে টিম সাব্রুম আজ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৭ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ছয় উইকেট হারিয়ে ৫৮ রান সংগ্রহ করে। ব্যাটিংয়ে সাব্রুম দলের প্রথম ইনিংসে প্রীতম দাসের ৫৪ রান, সুরজ দাসের ৫৫ রান, ওপিসি-র পক্ষে অয়ন রায়ের ৬৮ রান, বিজয় যাদবের ৫০ রান, সোমরাজ দে-র ৭৬ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ের দিকে ওপিসি-র অয়ন রায়ের ছয় উইকেট দখল ৪১ রানের বিনিময়ে এবং সুপ্রতিম মালির ৫ উইকেট দখল ১৯ রানের বিনিময়ে বেশ উল্লেখের দাবি রাখে।

অনূর্ধ ১৮ স্টেট মিট ক্রিকেটে সংহতি জয়ের লক্ষ্যে অমরপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের লক্ষ্যে মরিয়া দুই দলই। একদিকে অমরপুর, অপরদিকে শহরের সংহতি ক্লাব। লীগ পর্যায়ের ম্যাচ। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ম্যাচের গতি-প্রকৃতি দেখে বিশেষজ্ঞরা জয় পরাজয়ের ব্যাপারে অমরপুর ও সংহতি দুই দলের জন্যই ফিফটি-ফিফটি চান্স দিচ্ছে। একদিকে সংহতির জয়ের জন্য প্রয়োজন ৪১ রানের। অপরদিকে অমরপুর জয় দিয়ে লীগ সূচনা করতে হলে তাঁদের আর মাত্র দুটি উইকেট প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ই গ্রুপের। অমরপুর সংহতির ম্যাচটি এখন বেশ জমজমাট। অনুমান করা হচ্ছে আগামীকাল, বৃহস্পতিবার প্রথম বেলায় ম্যাচের ফলাফল কোনও না কোনও দলের পক্ষে যাবে বৈকি। প্রথম ইনিংসে অমরপুরের সংগৃহীত ১৫১ রানের প্রথম ইনিংসের জবাবে সংহতি দু-দিন মিলিয়ে ৮৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। অমরপুর ৬৩ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। তবে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২৬.৩ ওভার খেলে ৮৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করলে সংহতির সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৪৯ রানের। দিনের খেলার শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে সংহতি ৩৬ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। এর মধ্যে ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান সংগ্রহ করে। জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন ৪১ রানের। অপরদিকে অমরপুর চাইছে সংহতির টেল এন্ডার দুই ব্যাটসম্যানকে প্যাভেলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে দারুন জয়ের মধ্য দিয়ে লীগ সূচনা করতে।

সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি চড়িলাম। সমগ্র শিক্ষার উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় জম্পুইজলা ব্লকের অধীন জগাই বাড়ি সিনিয়র বেসিক স্কুল মাঠে। বুধবার এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক কণিকা দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলার শিক্ষা উপ - অধিকর্তা এম ডি সেলিম, উপ- অধিকর্তা রিময় রোখুম, জেলা যুব ক্রীড়া ও কল্যাণ দপ্তরের উপ অধিকর্তা সমীর দেববর্মা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক অফিসের ও এস ডি এন্টনি দেববর্মা,ও এস ডি রাকেশ দেববর্মা শিমুল দাস, সহ অন্যান্য শারীর শিক্ষকরা। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া, বিশালগড় এবং জম্পুইজলা মহাকুমা থেকে সাতটি ইভেন্টে সর্বমোট ৪৮ জন বালক বালিকা অংশগ্রহণ করে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। ১০০ মিটার,২০০ মিটার, ৪০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা,লৌহবল নিক্ষেপ, বর্ষা নিক্ষেপ, দীর্ঘ লম্পন এবং রেলী মিলিয়ে সাতটি ইভেন্ট ছিল। প্রত্যেকটি ইভেন্টে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রতিযোগী সবাইকে মেডেল, সার্টিফিকেট এবং ট্রফি দিয়ে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রত্যেকটি ইভেন্টে জয়ী হওয়া সাত জন বালক বালিকারা কুনাল মল্ল,খুমপুই দেববর্মা, শান্ত দেবনাথ, তৃষা দেব অমিত পাল সৌরভী নোয়াতিয়া ,রূপন দেবনাথ, পাপিয়া পাল ,সহ আরো কয়েকজন প্রতিযোগী রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করবে। রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া বালক বালিকা প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করবে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়।সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক কণিকা দেববর্মা বলেন সমগ্র শিক্ষার অধীনে প্রত্যেক বছর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচন্ড শীতের কারণে রাজ্য সরকার স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। যার ফলে এই প্রতিযোগিতায় দর্শক সংখ্যা একেবারেই কম। কিন্তু কিছু করার নেই। এই প্রতিযোগিতার তারিখ অনেক আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সামনেই হবে রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। তাই জেলা ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জগাই বাড়ি স্কুল মাঠে। দর্শক সংখ্যা কম থাকলেও খেলায় অংশগ্রহণ করা প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। খেলায় জিততে হবে এমন কোন বিষয় নেই। খেলায় অংশগ্রহণ করাটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর শরীর চর্চার ভীষণ প্রয়োজন।এখন প্রত্যেকটি স্কুলে স্পোর্টস এর ক্লাস হয়, যোগা করানো হয়। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের শরীর ভালো থাকে মন ভালো থাকে এবং লেখাপড়ায় তারা মনোযোগী হয়। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে খেলাধুলা এবং শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করতে আবেদন জানান জেলা শিক্ষা আধিকারিক কণিকা দেববর্মা। উদ্ভব মজুমদার ছিলেন সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কনভেনার। ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয় সিপাহী জলা জেলাভিত্তিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা জানিয়েছেন জেলা শিক্ষার অধিকারিক কণিকা দেববর্মা।

অর্কজিতের ডাবল টন, সাগর আধি-র শতকে রেকর্ড রান বিসিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অর্কজিতের অধিনায়কোচিত পারফরম্যান্স। সঙ্গে সাগর সূত্রধর ও আধি দেবনাথের দুর্দান্ত ব্যাটিং। সব মিলে পাহাড় প্রমাণ রান বিসিসি অর্থাৎ বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের। অর্কজিৎ-এর ডাবল টন, পাশাপাশি সাগর ও আধি-র সেঞ্চুরি। এযাবৎ কালের মধ্যে বিসিসি একপ্রকার রেকর্ড পরিমাণ রান সংগ্রহ করেছে, এক ইনিংসের খেলায়। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। আগরতলার পুলিশ টেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে, মঙ্গলবারে কাঞ্চনপুরের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ৫৯ রানের জবাবে প্রথম দিনের খেলা শেষে বিসিসি ৫৫ ওভারে ২ উইকেটে ৩০৭ রানে থেমেছিল। আজ, দ্বিতীয় দিন পুরো ৮৫ ওভার একটানা খেলে আরও ছয় উইকেট হারিয়ে দলকে ৭৮৩ রানে পৌঁছে আপাতত ৭২৪ রানে লিড নিয়ে শিবিরে খুশির বাতাবরণ তৈরি করেছে। অধিনায়ক অর্কজিৎ সাহা ২০৬ বল খেলে ৩৮ টি বাউন্ডারি ও ৬টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ২৬৫ রান সংগ্রহ করে। সাগর সূত্রধর ১১২ রান পায় ১০৬ বল খেলে ১৭টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। উইকেট রক্ষক আধি দেবনাথ ১৬৩ বল খেলে ২৬ টি বাউন্ডারি ও দুইটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১৬১ রান সংগ্রহ করে। আগামীকাল, বৃহস্পতিবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে বিসিসি হয়তো কাঞ্চনপুরকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানাবে নিজেদের ইনিংস ঘোষণা করে এবং আশা করবে ইনিংস সহ বড় ব্যবধানে জয়ের।

সোনামুড়ার সামনে জয়ের হাতছানি জয়ের লক্ষ্যে মরিয়া টিম তেলিয়ামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সোনামুড়ার সামনে জয়ের হাতছানি। আরও প্রয়োজন ৪৯ রানের। হাতে উইকেট চারটি। খেলার বাকি পুরো একদিন। ধীরেসুস্থে খেললে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাট চালালে হয়তো সোনামুড়া জয় দিয়ে লীগ সূচনা করতে পারে। টিম তেলিয়ামুড়াও সহজে ময়দান ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তাদের লক্ষ্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনের প্রথম বেলায় চার পাঁচ ওভারের মধ্যেই সোনামুড়ার অবশিষ্ট চার উইকেট কে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে সরাসরি জয় পেতে মরিয়া টিম তেলিয়ামুড়াও। এক কথায় ম্যাচের শেষাংশটুকু এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। টিসিএ-র অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেটের এফ গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলায় তেলিয়ামুড়ার সংগৃহীত প্রথম ইনিংসের ১২৯ রানের জবাবে সোনামুড়া দুই দিনের খেলার স্পর্শে ১৩৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ৫ রানে পিছিয়ে থেকে তেলিয়ামুড়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১১১ রান পেলে সোনামুড়ার সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১০৬ রানের এমতাবস্থায় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৯ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায় এবং ৫৮ রান সংগ্রহ করে। আগামীকাল ম্যাচের অন্তিম পর্যায়ে ম্যাচটির রেজাল্ট তেলিয়ামুড়া ও সোনামুড়ার মধ্যে কোনদিকে হেলে পড়ে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

শান্তির বাজারকে ১৪৭ রানে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ সূচনা চলমানের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় দিয়ে লীগ সূচনা চলমান সংঘের। গ্রুপ লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে। হারিয়েছে টিম শান্তির বাজার কে। তাও ১৪৭ রানের বড় ব্যবধানে। গতবছরের সাফল্য অর্জনকারী দল চলমান সংঘ এবার স্টেট মিট ক্রিকেট আয়োজনে শুরুতেই তাদের মর্য্যাদা রেখেছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। এফ গ্রুপের খেলায় চলমান সংঘ বনাম শান্তির বাজারের ম্যাচ দুদিনেই জয় পরাজয়ের ফয়সালা হয়েছে।

চলমানের সংগৃহীত প্রথম ইনিংসের ১৭৪ রানের জবাবে দুইদিন মিলিয়ে শান্তির বাজার তাদের প্রথম ইনিংস মাত্র ২৬ রানে শেষ করে। দারুন লিড পায় চলমান সংঘ। ১৪৮ রানে লিড নিয়ে চলমান দ্বিতীয় ইনিংসে আরও ১০৩ রান সংগ্রহ করে। এবার টিম শান্তিরবাজার জয়ের জন্য ২৫৩ রানের টার্গেট নিয়ে খেলা শুরু করে। অবশেষে ২৩ ওভার খেলে ১০৪ রানে শান্তিরবাজার তাদের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

ফলস্বরূপ চলমান সংঘ ১৪৭ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পায়। ব্যাটিংয়ে চলমানের আয়ুষ দত্ত ও শুভ্রজিত শর্মা দুজনে ৪৮ করে রান পায়। স্পন্দন বণিকের ৩১ রানও উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে চলমান সংঘের সৌরভ সরকার ২৯ রানে ছয়টি, স্পন্দন বণিক চার রানে পাঁচটি এবং শান্তিরবাজারের জয় চক্রবর্তী ২৯ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দারুন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। তবে ব্যাটে বলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এর সৌজন্যে স্পন্দন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিলোনিয়াকে ইনিংসে হারিয়ে দারুন লীগ সূচনা মোহনপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে মোহনপুর। ইনিংস। সহ ৭৭ রানের বড় ব্যবধানে, বিলোনিয়াকে হারিয়ে। দারুন এই জয়ের মধ্য দিয়ে লীগ সূচনা করেছে মোহনপুর। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের। তিনদিনের ম্যাচ দুদিনেই শেষ।

মঙ্গলবারে ম্যাচের প্রথম দিনে বিলোনিয়ার সংগৃহীত প্রথম ইনিংসের ৭২ রানের জবাবে মোহনপুর দিনের শেষে ৮ উইকেটে ১৪৫ রানে থেমেছিল। আজ, বুধবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় মোহনপুর তাদের ইনিংস ২১১ রানে শেষ করলে, জবাবে বিলোনিয়া ১৩৯ রানের পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে।

স্বল্প রানে প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পাশাপাশি প্রতিপক্ষের সংগৃহীত সমৃদ্ধ স্কোরের চাপে বিলোনিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং পারফরম্যান্স আরও দুর্বল ঠেকে। ২৬ ওভার খেলে মাত্র ৬২ রানে বিলোনিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিলোনিয়ার তপন ঘোষ ৭৮ রানের বিনিময়ে সাতটি উইকেট পেয়ে দারুন প্রতিভার পরিচয় দিলেও মোহনপুরের পান্থর দেববর্মা প্রথম ইনিংসে ৮ রানের বিনিময়ে পাঁচটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২১ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট দখল করে বিলোনিয়া শিবিরে ধ্বস নামিয়ে দেয়। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে পান্থর পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অ্যাশেজ সিরিজের সিডনি টেস্টেও ভাল জায়গায় অস্ট্রেলিয়া, বেথেলের শতরানেরও উদ্বেগে ইংল্যান্ড, সমস্যা বাড়াল স্টোকসের চোট

সিডনি।। অ্যাশেজ সিরিজের পঞ্চম টেস্টে ভাল জায়গায় অস্ট্রেলিয়া। সিডনি টেস্টের পঞ্চম দিন বড় কোনও অঘটন না ঘটলে ৪-১ ব্যবধানে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জিততে পারেন স্টিভ স্মিথেরা। বুধবার ম্যাচের চতুর্থ দিন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৫৬৭ রানে। ১৮৩ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামেন বেন স্টোকসেরা। দিনের শেষে তাঁদের রান ৮ উইকেটে ৩০২। ১১৯ রানে এগিয়ে রয়েছে ইংল্যান্ড। সফরকারীদের উদ্বেগ বাড়াল অধিনায়ক স্টোকসের চোটও।

মঙ্গলবার ১২৯ রানে অপরাজিত থাকা স্মিথ সিডনিতে থামলেন ১৩৮ রান করে। অপরাজিত থাকা আর এক ব্যাটার বিউ ওয়েবস্টার খেললেন ৭১ রানের ইনিংস। দলের ইনিংসের শেষ পর্যন্ত ২২ গজের এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন। মিচেল স্টার্ক (৫) বা স্কট বোল্যান্ড (০) ওয়েবস্টারকে কিছুটা সাহায্য করতে পারলে আরও বেশি রানে এগিয়ে যেতে পারতেন স্মিথেরা।

ইংল্যান্ডের সফলতম বোলার জশ টং ৯৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ১৩০ রানে ৩ উইকেট ব্রাইডন কার্সের। ৯৫ রানে ২ উইকেট বেন স্টোকসের। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন উইল জ্যাকস এবং জেকব বেথেল। স্টার্ক এবং বোল্যান্ড ওয়েবস্টারকে তেমন সাহায্য করতে না পারলেও অস্ট্রেলিয়াকে সমস্যায় পড়তে হয়নি। অজি বোলারেরা দ্বিতীয় ইনিংসেও চাপে রাখলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের। জ্যাকব বেথেল ছাড়া ইংল্যান্ডের কোনও ব্যাটার প্রয়োজনীয় লড়াই করতে পারলেন না।

তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে বেথেল অপরাজিত রয়েছেন ১৪২ রান করে। তাঁর ২৩২ বলের দায়িত্বশীল ইনিংসে রয়েছে ১৫টি চার। দিনের শেষে তাঁর সঙ্গে ২২ গজে ম্যাথিউ পট (অপরাজিত ০)। ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের মধ্যে বেথেলকে কিছুটা সাহায্য করলেন বেন ডাকেট এবং হ্যারি ব্রুক। দু'জনেই করেন ৪২ রান। জেমি স্মিথ করলেন ২৬। এ ছাড়া কেউই স্বস্তিতে ছিলেন না অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের সামনে। জ্যাক ক্রলি (১), জো রুট (৬), জ্যাকস (০), স্টোকস (১), কার্সেরা (১৬) দাঁড়াতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৫১ রানে ৩ উইকেট ওয়েবস্টারের। ৩৪ রানে ২ উইকেট বোল্যান্ডের। ১টি করে উইকেট স্টার্ক এবং মাইকেল নেসেরের।

ইংল্যান্ডের লড়াই কঠিন করে দিয়েছে স্টোকসের কুঁচকির চোট। বুধবার প্রথম ওভারে তিনিই বল হাতে তুলে নেন। কিন্তু এ দিন নিজের দ্বিতীয় ওভারের চতুর্থ বল করার পর খোঁড়াতে শুরু করেন। ঝুঁকি না নিয়ে সাজঘরে ফিরে যান ইংল্যান্ড অধিনায়ক। সাজঘরে ফেরার সময় স্টোকসের মুখে যন্ত্রণার ছাপ ছিল স্পষ্ট। দিনের খেলার শেষে ইংল্যান্ড শিবিরের পক্ষ থেকে অধিনায়কের চোট নিয়ে বলা হয়েছে, ''বেন স্টোকসের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সময় মতো আমরা সকলকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাব।'' চোট নিয়ে ব্যাট করতে নামলেও রান পাননি স্টোকস। মনে করা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি বল করতে পারবেন না। স্বভাবতই ইংল্যান্ডের বোলিং আক্রমণ খানিকটা দুর্বল হবে।

বাজবলের বিদায়, অ্যাশেজের পরই চাকরি যাচ্ছে ম্যাকালামের!

বিশ্ব ক্রিকেট থেকে কি মুছে যেতে চলেছে বাজবল! অ্যাশেজে লজ্জার হারের পর মৃত্যুঘন্টা বেজে গেল বাজবলের! ইংল্যান্ডের ক্রিকেট মহলে যা খবর, এই মুহূর্তে সম্ভবত ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের কোচ হিসাবে শেষ ম্যাচটা খেলাচ্ছেন ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। এই ম্যাচের পরই হয় সসম্মানে চাকরি ছাড়বেন তিনি। নয়তো তাঁকে বরখাস্ত করবে ইসিবি।

আসলে সদ্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাশেজে লজ্জার হারের মুখ দেখতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। মাত্র ১১ দিনে টেস্ট সিরিজ হেরেছেন স্টোকসরা। তার পর অবশ্য মেলবোর্নে খানিক চমকপ্রদভাবে টেস্ট জিতেছে ইংরেজরা। যা কিনা ৫৪৬৮ দিনে অজিভূমে ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট জয়। কিন্তু ওই জয়কে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না ইসিবি। সূত্রের খবর, অ্যাশেজে লজ্জার হারের পরই বেন স্টোকস ও ম্যাকালামের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। তাতেই চূড়ান্ত বার্তা দেওয়া হয়েছে ম্যাকালামকে।

সূত্রের দাবি, ম্যাকালামকে বলে দেওয়া হয়েছে, অ্যাশেজের জন্য দল যে ঠিকমতো প্রস্তুত ছিল না সেটা স্পষ্ট। সেটার দায় তাঁকে নিতে হবে। তাছাড়া দল যেভাবে খেলছে তাতেও খুশি নয় ইসিবি। এমনকী দলের অন্দরের পরিবেশও ভালো না। এই পরিস্থিতি দ্রুত না বদলালে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শোনা যাচ্ছে, ড্রেসিংরুমেও অনেকে ম্যাকালামের উপর আস্থা হারাচ্ছেন। ফলে পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে অ্যাশেজের পর নিজেই পদত্যাগ করে দিতে পারেন প্রাক্তন কিউয়ি তারকা।

উল্লেখ্য, ব্রেন্ডন ম্যাকালাম ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ইংল্যান্ডের অস্ত্র 'বাজবল'। অর্থাৎ ঝড়ের গতিতে রান তোলা। ম্যাকালাম ও অধিনায়ক বেন স্টোকসের সময় আগ্রাসী মনোভাবের ক্রিকেট খেলার জন্য বিপক্ষের কাছে সমীহ আদায় করে নিয়েছেন ইংরেজরা। সমস্যা হল, ছোটখাট দলের বিরুদ্ধে এই বাজবল কাজে দিলেও শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে মুখ থুবড়ে পড়ছে ম্যাকালামদের স্ট্র্যাটেজি। যেমনটা হয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে, বা যেমনটা হল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত যদি ম্যাকালামকে সরে যেতে হয়, তাহলে সেটা বাজবল যুগের ইতি হিসাবেই বিবেচিত হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে তাণ্ডব বৈভবের, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের মেজাজে শতরান ১৪ বছরের ব্যাটারের

দক্ষিণ আফ্রিকার অনূর্ধ-১৯ দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় যুব এক দিনের ম্যাচে জ্বলে উঠল বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাট। ভারতের অনূর্ধ-১৯ দলের অধিনায়ক ওপেন করতে নেমে খেলল ৭৪ বলে ১২৭ রানের ইনিংস। তার শতরান আসে ৬৩ বলে। শতরান করেছেন ভারতের আর এক ওপেনার অ্যারন জর্জও। প্রথম উইকেটের জুটিতে ২৫.৪ ওভারে ওঠে ২২৭ রান। ১৪ বছরের বৈভবকে আটকাতে পারছেন না প্রোটিয়ারা। দ্বিতীয় যুব একদিনের ম্যাচে আগ্রাসী অর্ধশতরানের পর তৃতীয় ম্যাচে

৪৪তম আগরতলা বইমেলায় বুধবার ষষ্ঠ দিনে উপস্থিত বইপ্রেমীদের ভিড়।

বিলোনীয়ায় দেশি পিস্তল সহ দুই যুবক গ্রেপ্তার, উদ্ধার কার্তুজ ও অর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ জানুয়ারি: পিআর বাড়ি থানার পুলিশের অভিযানে একটি দেশি পিস্তলসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার ভোর রাতে পিআর বাড়ি থানার সামনে নাকা চেকিং চলাকালীন সন্দেহজনকভাবে একটি বাইক থামানোর জন্য ইশারা করে পুলিশ।

বাইকচালক সৌমেন শীল নামে এক যুবকের তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি দেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটক করা হয়। সৌমেন শীলের বাড়ি বড়পাথরি এলাকায়।

পরবর্তীতে সৌমেন শীলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আরও এক অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ দাসের নাম জানতে পারে। এরপর রাজনগর বিধানসভা এলাকার গাবতলীতে তার নিজ বাড়ি থেকে প্রসেনজিৎ দাসকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। তদন্তে নয়া মোড় নেয় পিস্তল কাণ্ড।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সৌমেন শীলের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ম্যাগাজিন ও দুটি কার্তুজ। পাশাপাশি প্রসেনজিৎ দাসের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে নগদ ৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। উদ্ধারকৃত পিস্তলটি কোথা থেকে আনা হয়েছে এবং এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

এই ঘটনায় বুধবার রাত আটটা নাগাদ অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঝিষভ। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার এবং পিআর বাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস।

ফের গন্ডাছড়ায় আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৭ জানুয়ারি: গন্ডাছড়া মহকুমায় আক্রান্ত হলো এক প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক। মঙ্গলবার রাতে গন্ডাছড়া মহকুমার হাসপাতাল চৌমুহনিতে নিজ দোকানেই আক্রান্ত হন মহকুমার এক সাংবাদিক সমীর কপালি।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতোই মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে মহকুমার হাসপাতাল চৌমুহনীর দোকানে বসেছিলেন সাংবাদিক সমীর কপালি। অভিযোগ রাত সাড়ে আটটা নাগাদ উক্ত মহকুমার ষাটকার্ডের বাসিন্দা জনৈক যুবক উত্তম দেবনাথ হঠাৎ করে সাংবাদিককে অতর্কিতে হামলা চালায়। দোকানে থাকা চেয়ার তুলে বেধড়ক মারতে শুরু করলে সমীর কপালির আর্ত চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসলে দুস্কৃতকারী পালিয়ে যায়। খবর পৌঁছে গন্ডাছড়া মহকুমা থানায়। তদন্ত করার পাশাপাশি আসামীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে পুলিশ। উক্ত ঘটনকে কেন্দ্র করে তুমুল চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়েছে।

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মহকুমার প্রবীণ সাংবাদিক চন্দনলাল রায়। বর্তমান পরিস্থিততে রাজ্যের সাংবাদিকরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অবিলম্বে উল্লেখিত ঘটনার তদন্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আহ্বান রেখেছেন মহকুমার প্রবীণ সাংবাদিক চন্দনলাল রায়।

পিস্তল সহ যুবক আটক, পুরান রাজবাড়ী থানার পুলিশের অভিযান

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: আজ সকালে পিস্তল সহ সৌমেন শীল (৩২) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুরান রাজবাড়ী থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পুরান রাজবাড়ী থানার সামনে নিয়মিত চেকিং চলাকালে একটি মোটরসাইকেলকে থামানো হয়। এ সময় সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করে যুবকটির দেহ তল্লাশি করা হলে তার কোমরে লুকিয়ে রাখা একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।আটক সৌমেন শীল মোটরসাইকেল করে গাবতলী থেকে বরপাথীরের দিকে যাচ্ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের বিশেষ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আগরতলায় অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন জয়ন্তী দেববর্মা, আগরতলা পৌর নিগমের নর্থ জোনের চেয়ারপারসন প্রদীপ চন্দ্র, সদর মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কর্মসূচির শুরুতেই পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে বৃক্ষরোপণ করেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ উপস্থিত অতিথিরা। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, বাল্যবিবাহ সমাজের একটি গুরুতর সামাজিক ব্যাধি। শিশুদের অধিকার রক্ষা ও সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে এবং বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গঠনের পথে রাজ্য আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তারা।

ব্যবসায়িক সংস্কারের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সারাদেশে প্রথম, এক বছরে বিনিয়োগ ৪০০০ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রচেষ্টায় ব্যবসার ক্ষেত্রে সংস্কারের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগের আকর্ষণ বেড়েছে। জমি, নির্মাণ, পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এবং শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ইউন্ডো সিস্টেম গ্রহণের ফলে ব্যবসায়িক সংস্কারের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সারা দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। গত ১ বছরে ত্রিপুরায় প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে বিনিয়োগকারীরা। ইতিমধ্যে ৬৮টি প্রকল্পে ৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সেক্রেটারির সভাপতিত্বে ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কাজকর্ম পর্যালোচনা করা হয়। গত ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে মুখ্যসচিবদের পঞ্চম সম্মেলনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা ব্যবসায়িক সংস্কার বিষয়ে ত্রিপুরার কৌশল ও পদক্ষেপ মুখ্যসচিবদের বৈঠকে তুলে ধরেন। ত্রিপুরা সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলি অধ্যায়ণ ও গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়। ত্রিপুরা জাতীয় স্বীকৃতি পাওয়ার পর বিহার সরকার ব্যবসায়িক সংস্কারের বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাজ্যের শিল্প দপ্তরের আধিকারিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আগামীকাল পাটনার পুরনো সচিবালয়ে রাজ্যের আধিকারিকগণ বিহার সরকারের আধিকারিকগণের সঙ্গে এ বিষয়ে এক বৈঠকে মিলিত হবেন।

সিসি ক্যামেরা বন্ধ করে একই দোকানে তৃতীয় দফায় চুরি, ফটিকরায়ে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: আবারও দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল ফটিকরায় থানাধীন রাজনগর এলাকায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে এলাকার প্রায় ৪৫ বছরের পুরনো ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী নিহার রঞ্জন ঘোষ ও নিশিকান্ত ঘোষের মালিকানাধীন একটি মুদির দোকানে চুরি হয়। চোরের দল দোকানে ঢুকে নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়।

দোকান মালিক নিশিকান্ত ঘোষ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, দোকানের দেওয়ালের ভেন্টিলেটর ভেঙে এবং দরজার লক খুলে চোরেরা প্রথমে সিসি ক্যামেরার তার কেটে দেয় ও ক্যামেরা বন্ধ করে। এরপর দোকানের ভেতরে ঢুকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয়। চোরের দল দোকানের পেছনের দরজা খুলে পালিয়ে যায় বলে জানান তিনি।ঘটনার সময় দোকানের পাশেই কীর্তনের আসর চলছিল এবং চারদিকে মাইকের উচ্চ শব্দ ছিল। সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে চুরির ঘটনাটি ঘটায় নিশি কুটুমের চোরের দল বলে অভিযোগ করেন দোকান মালিক।এই ঘটনায় গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন দোকান মালিকরা। তাঁরা জানান, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত এই দোকানে এর আগেও দুইবার চুরি হয়েছে। মঙ্গলবার রাতের ঘটনাটি নিয়ে একই দোকানে তৃতীয়বার চুরি হওয়ায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দোকান মালিক সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

বিজেপি কার্যালয় ভাঙচুর কান্ডে গ্রেফতার দেবাশীষ

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: রাজধানীর প্রতাপগড় এলাকায় বিজেপি কার্যালয় ভাঙচুর কান্ডে গ্রেফতার হল দেবাশীষ সাহা, ওরফে কানাই। আজ তাকে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার গভীররাতে কালীপূজার দশমীকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল প্রতাপগড় এলাকা। অভিযোগ, শাসকদল বিজেপির পার্টি অফিসে হামলা ও ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় ওইদিন।

প্রতাপগড় ব্রিজ সংলগ্ন ৩১ নম্বর বিধানসভা এলাকার কালীপূজো করা হয়েছিল। তার দশমীকে কেন্দ্র করেই বিজেপি পার্টি অফিসে আচমকাই হামলা চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীরা অফিসের আসবাবপত্র ভাঙচুরের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ছিঁড়ে ফেলে। অফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা বেশ কয়েকটি বাইকও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার তদন্তে নেমে দেবাশীষ সাহা, ওরফে কানাই — কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিকে আটককৃত অভিযুক্তের দাবি তাকে বিনা দোষে আটক করা হয়েছে।

আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে ধর্মনগরে শুরু হচ্ছে 'ইচ্ছেডানা নাট্য পর্বণ ২০২৬'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ জানুয়ারি: ইচ্ছেডানা সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে আগামী ৯ জানুয়ারি, শুক্রবার থেকে ধর্মনগরে শুরু হতে চলেছে বহুল প্রতীক্ষিত 'ইচ্ছেডানা নাট্য পর্বণ ২০২৬'। ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য স্মৃতি ভবনে সন্ধ্যা ছ'টার সময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই নাট্যোৎসবের সূচনা করা হবে।সদ্যপ্রয়াত ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব স্বর্গীয় বিশ্ববন্ধু সেনের স্মরণে নাট্য উৎসবের দিনগুলিকে বিশ্ববন্ধু সেন মঞ্চ নামে উৎসর্গ করা হবে। এই নাট্য পর্বণ চলবে আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। তিনদিনব্যাপী এই নাট্যোৎসবে মোট পাঁচটি নাটক মঞ্চস্থ হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান। উদ্বোধনীর দিনে ধর্মনগরের নাট্যদল কাব্যচিত্র তাদের নাটক 'রূপকথার কেলেঙ্কারি' পরিবেশন করবে। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি, শনিবার পরিবেশিত হবে আরও দুটি নাটক। প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করবে উদয়পুরের মুক্ত প্রতিভা নাট্যদলতাদের প্রযোজনা 'উজান ভাটি'। দ্বিতীয় নাটক পরিবেশন করবে বদরপুরের থিয়েটার ওয়ার্কশপ নাট্যদল, তাদের নাটকটির নাম 'আইডেন্টিটি'।নাট্য পর্বণের শেষ দিন ১১ জানুয়ারি, রবিবার ধর্মনগরের নাট্যদল বর্নমালার নাটক 'অসমাপন' দিয়ে দিনের সূচনা হবে। এরপর নাট্য উৎসবের সমাপ্তি পর্বে পরিবেশিত হবে রং-মশাল করিমগঞ্জ, তাদের নাটক 'ভৌতিক'।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ইচ্ছেডানা আয়োজক সংস্থা জানান, ইচ্ছেডানা নাট্যদলের উদ্যোগে সারা বছর নাট্যচর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ইচ্ছেডানা সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশনের অধীনে ধর্মনগরের নয়াপাড়া প্রগতিরোডে 'ইচ্ছেডানা থিয়েটার একাডেমি' নামের একটি নাট্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেখানে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বয়সের ছেলে-মেয়েদের নাট্যশিক্ষা প্রদান করা হয়।আয়োজকদের আশা, এই নাট্য পর্বণের মাধ্যমে নাট্যসংস্কৃতির বার্তা রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছবে।

পুনর্বাসন ও মামলা প্রত্যাহারের দাবি পূরণে

সরকারের তালবাহানায় ক্ষোভ আত্মসর্ম্পনকারী জঙ্গী সংগঠনের

বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: দীর্ঘদিন ধরে পুনর্বাসন প্রকল্প পুনরায় চালু করা এবং মূলস্রোতে ফিরে আসা প্রাক্তন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত মুলতুবি মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্য সরকার তালবাহানা করছে বলে অভিযোগ তুলেছে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠনগুলি। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই বিষয়গুলির সুরাহা না হলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনগুলির নেতৃত্ব রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা জানান, একাধিকবার দাবি জানানো সত্ত্বেও সরকার তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেনি কিংবা কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সংগঠনের নেতারা জানান, গত ২২ ডিসেম্বর দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তারা অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। সেই সময় জিরানিয়া মহকুমা শাসক তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে জানান যে, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার পক্ষ থেকে তাঁকেই আলোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং ২৩ ডিসেম্বর মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আশ্বাস দেওয়া হয়। এই আশ্বাসের ওপর ভরসা রেখেই বৃহত্তর জনস্বার্থে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয় বলে দাবি করেন নেতারা। তবে নির্ধারিত দিনে কেন্দ্রীয় কমিটির পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মন্ত্রীর কনফারেন্স হলে পৌঁছালে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের ডিরেক্টরের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, জরুরি বৈঠকের কারণে মন্ত্রী ছাওমানুতে গিয়েছেন।

এ ঘটনাকে 'বিশ্বাসভঙ্গ' বলে অভিহিত করে সংগঠনগুলির নেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের বক্তব্য, তিনি একজন মন্ত্রী, আমাদের কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই কথা রাখেননি। এ ধরনের অবহেলা আমরা কখনও আশা করিনি। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী ২৬ জানুয়ারির মধ্যে যদি জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় না বসেন, তবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে তাঁরা বাধ্য হবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনগুলি তাদের প্রধান দাবিগুলি পুনরায় তুলে ধরে। এর মধ্যে রয়েছে, ২০০৭ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ঘোষিত ৪৫ কোটি টাকার পুনর্বাসন প্যাকেজের বাকি ২৩ কোটি টাকা অবিলম্বে মুক্তি, মুখ্যমন্ত্রীর রাবার মিশনের অধীনে বেড়া সহায়তার পরিমাণ আগের মতো বছরে ১৬,৮০০ টাকায় ফিরিয়ে আনা (বর্তমানে যা কমিয়ে ৬,০০০ টাকা করা হয়েছে), এবং আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত বিচারাধীন মামলা প্রত্যাহার।

সংগঠনগুলির আন্দোলনের হুমকিতে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হওয়ার আগেই সরকার কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

বাধারঘাটে মূর্তি তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: আগরতলার বাধারঘাট এলাকার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে ফাইবার দিয়ে মূর্তি তৈরির একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার গভীর রাতে গোপাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পেছনে অবস্থিত ওই কারখানায় হঠাৎ করেই আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে চারটি দমকল স্টেশনের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় দমকল কর্মীদের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এই অগ্নিকাণ্ডে কারখানার ভেতরে থাকা ফাইবারের মূর্তি, কাঁচামাল ও সরঞ্জাম পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। দমকল ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

৭২ ঘন্টা অতিক্রান্ত

ডুম্বুর জলাশয়ে তলিয়ে যাওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার হয়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি: নারকেলকুঞ্জ সংলগ্ন ডুম্বুর জলাশয়-এ নৌকাডুবির ঘটনায় তলিয়ে যাওয়া হতভাগ্য যুবক দমজিৎ চাকমার দেহ ৭২ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলেও এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে প্রশাসনের উদ্ধার তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গোটা এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোক ও ক্ষোভের আবহ।

প্রসঙ্গত, রবিবার বিকেল নাগাদ গন্ডাছড়া মহকুমার নারকেলকুঞ্জে দাদুর সঙ্গে কুল ও বড়ই বিক্রি করতে যান রানীপুকুর এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা ১৮ বছর বয়সি দমজিৎ চাকমা। ব্যবসা সেরে দাদুর সঙ্গেই নৌকাযোগে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। দাদুর বক্তব্য অনুযায়ী, রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আচমকা নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে ডুম্বুরের গভীর জলে তলিয়ে যান দমজিৎ।

ঘটনার পরপরই দমজিতের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। উদ্ধারের কাজে অংশ নেয় গন্ডাছড়া ও রইস্যাবাড়ির অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা। পাশাপাশি গন্ডাছড়া মহকুমার সিভিল ডিফেন্স এবং এসডিআরএফ দলও উদ্ধারকাজে যুক্ত হয়। মহকুমা প্রশাসনের তরফে রাজ্যের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ)-এর দপ্তরেও খবর পাঠানো হয়। তবে অভিযোগ, ঘটনার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর নারকেলকুঞ্জে পৌঁছায় এনডিআরএফ-এর দল। এরপর একাধিক চেষ্টা চালানো হলেও বাহাত্তর ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও ডুম্বুর জলাশয়ের তলায় আটকে থাকা দমজিৎ চাকমার দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরাই জাল ফেলে উদ্ধারকাজে নামেন, কিন্তু তাতেও মেলেনি সাফল্য। এই ঘটনায় গোটা মহকুমা স্তব্ধ। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, উদ্ধারকাজে গাফিলতির কারণেই এত সময় পেরিয়ে গেলেও দেহ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। ঘটনার দায় নিয়ে প্রশ্ন উঠছে স্থানীয় প্রশাসন ও ধলাই জেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও।

খুমলুঙে গুলিবিদ্ধ তরুণীর হৃদপিন্ডে সফল অস্ত্রোপচার

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি:আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকদের হৃদপিন্ডে সফল অস্ত্রোপচারে প্রাণ রক্ষা পেল এক তরুণীর। খুমলুঙ এডিসির সদর দপ্তর এলাকার শ্যামানন্দ পাড়ার দীপালি দেববর্মা (৩০) নামে এক মহিলাকে তার ভাই গুরুতর আহত অবস্থায় গত ৩ জানুয়ারি ২০২৬ শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তখন তার ভাই চিকিৎসকদের জনান যে, অসাবধানতাবশত বন্দুকের একটি গুলি দীপালি দেববর্মার শরীরে লাগে এবং তাতে তিনি জখম হয়েছেন।

এর সঙ্গে সঙ্গেই জিবিপি হাসপাতালে তাকে নিয়ে তিনি চলে আসেন। চিকিৎসকরা দ্রুত রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন এবং মহিলার শারীরিক অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে চিকিৎসকরা তৎক্ষণাৎ হাসপাতালের সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ সিটিভিএস সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের মতামত নেবার জন্য যোগাযোগ করেন। এর পর বিশেষজ্ঞ সিটিভিএস সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহিলার শারীরিক অবস্থার শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তিনি রোগীর চিকিৎসা শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সেই অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ সিটিভিএস সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে দশ সদস্যক সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর ডিপার্টমেন্টের সার্জিকেল টিম রোগীর হার্টে পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে থাকা গুলিটি ক্যাথল্যাব এর ফ্লুরোসকপি যন্ত্রের দ্বারা ধাতব গুলিটি চিহ্নিত করেন এবং সেখান থেকে সফলভাবে বের করে আনেন। বর্তমানে রোগী সংকটমুক্ত এবং আইসিইউ-তে চিকিৎসকদের অধীনে চিকিৎসাধীন রয়েছে। উক্ত অস্ত্রোপচারে সিটিভিএস সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের সাথে অনান্য চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ রিমঝিম চাকমা, ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট সুদীপ্ত মণ্ডল, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন জয়দীপ চক্রবর্তী, অভিজিৎ রায়, অন্নবাহাদুর জমাতিয়া, সৌরভ শীল,মৌসুমী দেবনাথ, ক্যাথলেব টেকনিশিয়ান সঞ্জয় ঘোষ, অভিজিৎ পাল, ক্যাথলেব নার্স প্রাণকৃষ্ণ দেব, সৌরভ ত্রিপুরা, দেবব্রত দেবনাথ প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas